No. 196.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE
BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

১৯৬ সংখ্যা। | বৈশাখ ১২৮৮—মে ১৮৮১। | ২য় কল্প। ৩য় ভাগ।

সূচী।

কলিকাতা।

জি, সি, বসু কোম্পানী কর্ত্তৃক বহুবাজারস্থ ৩০৯ সংখ্যক ভবনে বসু প্রেসে মুদ্রিত ও শ্রীআশুতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট ৪৪ নং ভবন বামাবোধিনী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

মূল্য চারি আনা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২৸৹ আনামাত্র

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

বামাবোধিনীর মূল্যবৃদ্ধি সম্বন্ধে যে নূতন ব্যবস্থা করিবার প্রস্তাব ছিল কোন বিশেষ কারণে তাহা স্থগিত রাখা গেল। আমরা পত্রিকার উন্নতি সাধনে যত দূর সাধ্য চেষ্টা করিব,—মধ্যে মধ্যে ইহাতে ইংরাজী প্রস্তাবও প্রকাশ করিব, কিন্তু তজ্জন্য নিতান্ত আবশ্যক না হইলে ইহার মূল্য বৃদ্ধি করিব না। ইংরাজী প্রস্তাব পাঠের জন্য আরও অধিক সংখ্যক গ্রাহিকার আগ্রহ দেখিলে আমরা পশ্চাৎ তাহার উপযোগী ব্যবস্থা করিতে ত্রুটি করিব না।

যে সকল গ্রাহক ও গ্রাহিকার নিকটে সাবেক মূল্য প্রাপ্য আছে, তাঁহারা অবিলম্বে তাহা প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। ১২৮৮ সালের অগ্রিম মূল্য যাঁহাদিগের দেয় তাঁহারাও অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই সময় তাহা প্রেরণ করিয়া পত্রিকার উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন।

শ্রীআশুতোষ ঘোষ।
সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত ১২৮৮ সালের নিম্নলিখিত অগ্রিম মূল্য সকলের প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি :—

কুমার দেবী প্রসন্ন রায়—কলিকাতা	২৷০	মিসেস ফণিধর চালিহা—লক্ষ্মীপুর	২৷৶০
নিরুপমা ঘোষ—ঐ	১৷/০	শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী—ধুবড়ী	২৶১০
শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী—ভবানীপুর	১৶০	মোহনচন্দ্র গুপ্ত—কালীগঞ্জ	১৶১০
শিবচন্দ্র দেব—কোন্নগর	২৷০	রাণী নিস্তারিণী দেবী—মহিষাদল	১৷৵০
কৈলাসচন্দ্র বাগচী—পুটিয়া	৬০	হরিমোহন মল্লিক—অগ্রদ্বীপ	১৷/০
প্যারী মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মেদিনীপুর	১৷১০	বিপিন বিহারী দত্ত—মেদিনীপুর	৩৷০
জয় দুর্গা দেবী—নোয়াখালী	৩	গোবিন্দ চন্দ্র রায়—কুচবেহার	১/১০
রাজগোপাল রায়—রাকি	২৷/১০	হারাণ চন্দ্র মিত্র—চকনগুঁড়ী	১৷৶১০
আনন্দচন্দ্র রায়—শিলিগুড়ী	৷৵০	হারাণ চন্দ্র বসু—শিমলা	১৷৷৶০
প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী—আগরা	৩৷/১০	কালীনাথ দেব—কাওজ	২৷০

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE
BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"
কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

১৯৬ সংখ্যা। | বৈশাখ ১২৮৮—মে ১৮৮১। | ২য় কল্প। ৩য় ভাগ।

নব বর্ষ।

প্রাচীনা প্রকৃতি নব বেশ ধরি, বর্ষে বর্ষে নব কল্যাণ বিতরি,
জগতের হিত সাধিতে ধায়,
নাহিক আলস্য নাহিক বিশ্রাম, প্রভুর আদেশ পালে অবিরাম,
তাঁর জয়ধ্বনি পুলকে গায়।
ধরণীর মাঝে জীবের ঈশ্বর, অমর আত্মায় ভূষিত অমর,
নারী নর গণ অলসে রবে?
জ্ঞান বুদ্ধি বল করিয়া ধারণ, বদ্ধভাবে কেন, কেন অচেতন,
জীবনের কার্য্য সাধিবে কবে?
লক্ষ্য তোমাদের অনন্ত উন্নতি, চল সেই পথে অবিরাম গতি,
হ'ও না কখন পশ্চাত-মুখী,
পিতার অনন্ত সুখের ভাণ্ডার, তোমাদের তাহে পূর্ণ অধিকার,
সে সুখেতে সবে হও গো সুখী।

নববর্ষে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে পুরাতন বর্ষে যে প্রধান ঘটনাগুলি ঘটিয়াছে আমরা সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিব এবং তদ্দ্বারা জনসমাজের কতদূর সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য ঘটিয়াছে তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখিব।

রাজনীতি—যে মন্ত্রিসভা ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রধান সহায় হইয়া সমুদায় ব্রিটিষ সাম্রাজ্য শাসন করেন, গত বৎসর তাহা নূতনরূপে সংগঠিত হয়। লর্ড বিকন্সফিল্ডের অধীনে যে রক্ষণশীল (Conservative) দল ছিলেন, তাহাদিগের অনেক বিষয়ে যথেচ্ছচারিতার বড় বাড়াবাড়ি হইয়াছিল, তৎ-পরিবর্ত্তে উদার দল (Liberal) মন্ত্রিত্ব ভার প্রাপ্ত এবং মহাত্মা গ্লাডষ্টোন্ প্রধান মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত হওয়াতে সুশাসনের অধিক আশা হইয়াছে। ভারতবর্ষেও লর্ড লিটনের পরিবর্ত্তে লর্ড রিপন রাজ-প্রতিনিধি হওয়াতে দেশবাসিগণ আশ্বস্ত হইয়াছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আফগানদিগের সহিত বৃথা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া অনেক অর্থব্যয় ও শোণিতপাত করিয়াছেন, গত বর্ষে তাহার ফলস্বরূপ অনেক সৈন্য ক্ষতি ও অপমান সহ্য করিতে হইয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় নূতন মন্ত্রিসভা যুদ্ধকার্য্য স্থগিত করিয়া ইংরাজসৈন্যদিগকে সম্মানের সহিত কাবুল হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছেন। ইংরাজপক্ষীয় আবদুর রহমণ কান্দাহারে আমীররূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। কিন্তু এখনও কাবুলের আশঙ্কা দূর হয় নাই, প্রকৃত রাজ্যাধিকারী য়াকুব খাঁ পৈতৃক রাজ্য উদ্ধারার্থ অবসর খুজিতেছেন। ভারতবর্ষের মধ্যে নাগারা যে উপদ্রব করিতেছিল, তাহা নিবারিত হইয়াছে, আর কোন কোন স্থানে যে বিদ্রোহ হয় তাহাও শাসিত হইয়াছে। গত বৎসর ইংলণ্ডে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আলোচনা অধিক হইয়াছে। লর্ড নর্থব্রুক, ডাক্তার হণ্টার, সার রিচার্ড টেম্পল প্রভৃতি ইংরাজগণের এবং ভারতসভার প্রতিনিধি বাবু লাল-মোহন ঘোষের বক্তৃতা এই আলোচনার সহায়তা করিয়াছে।

রুসিয় সম্রাট দ্বিতীয় আলেক্জাণ্ডারের অপঘাত মৃত্যু গত বৎসরের বিদায় কালকে শোকাচ্ছন্ন করিয়াছে।

শিক্ষা—উচ্চশিক্ষার প্রতি গবর্ণমেণ্টের হস্ত কিছু সঙ্কুচিত হইয়াছে, কিন্তু নিম্নশিক্ষার উৎসাহদান করা হইয়াছে। স্কুলে পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা ছাত্রসংখ্যা ৬।৭ হাজার বাড়িয়াছে। নিম্নশিক্ষার বিদ্যালয় ৫৯৮৮ এবং ছাত্র সংখ্যা ৮২৩৮৮ বৃদ্ধি হইয়াছে।

স্ত্রীশিক্ষা—গত বৎসর বেথুন স্কুল স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির অতি উৎকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছে। ইহার একটী ছাত্রী প্রথম আর্টস্ পরীক্ষায় এবং ২টী

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন শেষোক্ত দুইটীর মধ্যে অন্যতর প্রথম শ্রেণীর ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ফ্রি চর্চের সম্পর্কিত একটী বালিকাও প্রথম আর্টস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এবৎসর ১১৪টী বালিকাবিদ্যালয় এবং ২৩৭৩ ছাত্রী বৃদ্ধি হইয়াছে। বালিকা ও বালক বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ২৩১৩২ ছিল, ২৮৫১৩ হইয়াছে।

উত্তরপাড়ার হিতকরী সভা স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির সহায়তা করিয়া আসিয়াছেন। বিক্রমপুর, ফরিদপুর, শ্রীহট্ট, বাকরগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের যুবকগণও এসম্বন্ধে অতি প্রশংসনীয়রূপে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ন্যাসন্যাল ইণ্ডিয়ান অসোসিয়েসান অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার সহকারিতা করিয়াছেন এবং স্ত্রীশিক্ষার উপযোগী পুস্তক প্রচার করিয়াছেন। বঙ্গমহিলা সমাজও এই উভয়বিধ কার্য্যে উৎসাহের পরিচয় দিয়াছেন।

সভা—এ বিষয়ে প্রথমে আমরা নারী সমাজের কথা বলিব। ব্রাহ্মিকা মহিলাগণের মধ্যে বঙ্গমহিলা সমাজ ও আর্য্যনারী সমাজ নামে দুই সভা আছে, এ উভয়ের কার্য্য সুন্দররূপ চলিতেছে। নারীগণ যাহাতে জ্ঞান ধর্ম্ম ও সামাজিকতায় সুশিক্ষিত হইয়া আপনাদিগের সমুদায় কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারেন, বঙ্গমহিলাসমাজ তাহারই চেষ্টা করিতেছেন। আর্য্যনারী সমাজ হিন্দুরীতি প্রণালী অনুসারে নারীগণকে প্রস্তুত করিবার জন্য অধিক চেষ্টা করিতেছেন। দেশীয় খ্রীষ্টীয় রমণীরাও 'খ্রীষ্টমহিলা সমাজ' নামে এক সভা করিয়া আপনাদিগের উন্নতি সংসাধনে নিযুক্ত হইয়াছেন। এই সভা হইতে খ্রীষ্টীয় মহিলা নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচারিত হইতেছে।

পুরুষদিগের সভার মধ্যে ব্রিটিস ইণ্ডিয়া আসোসিয়েসন এবং ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন প্রধান। ইহাঁরা রাজনীতির আলোচনাতেই নিযুক্ত। ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন জন সাধারণের মঙ্গলের জন্য যেরূপ চেষ্টা করিতেছেন, তাহা অতিশয় প্রশংসনীয়। বিজ্ঞান সভা ধীরভাবে ও নিয়মিতরূপে আপনার উদ্দেশ্য সাধন করিতেছেন। ছাত্রসভা অনেক স্থানে স্থাপিত হইয়া ছাত্র-গণের উন্নতি বর্দ্ধন করিয়াছে। 'হিন্দু আনুয়িটী ফণ্ড' অনাথ বিধবা প্রভৃতির ভরণপোষণের একটী উপায় খুলিয়াছে, ইহার কার্য্যের ক্রমশঃ উন্নতি দেখা

যাইতেছে। বেঙ্গল ব্যাঙ্কিং করপোরেসন নামে বাঙ্গালীদিগের এক ব্যাঙ্ক অল্প দিন স্থাপিত হইয়া সুন্দররূপে চলিতেছে।

সমাজ—হিন্দুসমাজে যে বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে, তাহার স্রোত প্রবলবেগে চলিয়াছে। বিধবাবিবাহ প্রচলনের উপায় অধিক হইতেছে। পঞ্জাবে বিধবা বিবাহোৎসাহিনী নামে এক সভা বাঙ্গালী ও অন্য প্রদেশীয় বর-কন্যার মধ্যে বিবাহ সম্পাদনের সঙ্কল্প করিয়াছেন, ইহার যত্নে ইতিমধ্যে কয়েকটী বিধবা-বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। বাল্যবিবাহের প্রতি লোকের ক্রমে অরুচি হইতেছে। বিদ্যা ও সভ্যতার আলোক যেখানে বিকীর্ণ হইতেছে, বহু বিবাহ চোরের ন্যায় তথা হইতে প্রস্থান করিতেছে। পূর্ব্ব-বাঙ্গালার অনেক স্থানে আজিও ইহার পরাক্রমের কথা শুনা যায়, কিন্তু তাহা খর্ব্ব করিবার জন্য স্থানে স্থানে সভা হইয়াছে।

ধর্ম্ম—ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্মসংস্কারের অগ্রণী হইয়া চলিয়াছেন এবং নর নারী ধনী দরিদ্র উচ্চ নীচ শ্রেণীস্থ সকল লোকের নিকট ঈশ্বরের দয়ার সুসংবাদ ঘোষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। হিন্দুদিগের মধ্যে অনেক ধর্ম্মসভা বা হরিসভা হইয়া সমাজের নির্ব্বাপিত ধর্ম্মোৎসাহকে পুনরায় উদ্দীপ্ত করিয়াছে। খৃষ্টীয়গণও অধিকতর উৎসাহের সহিত ধর্ম্মপ্রচারে দৃঢ়ব্রত হইয়াছেন। এদেশীয় খ্রীষ্টানসমাজ জাতীয় ভাব রক্ষার জন্য অধিক যত্নবান হইয়াছেন এটী অত্যন্ত শুভকর।

এই নববর্ষের প্রারম্ভে ঈশ্বরের চরণে কৃতজ্ঞতা উপহার দিয়া আমরা সকল বন্ধুবান্ধবকে সাদরে নমস্কার করিতেছি। আমাদিগের প্রিয় পত্রিকা যাহাতে স্থায়ী হইয়া আপনার কর্ত্তব্য সাধনে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারে, তজ্জন্য সকলে আশীর্ব্বাদ করুন্। আমরা এই বৎসরের প্রারম্ভ হইতে পত্রিকাকে বর্দ্ধিতকলেবর ও সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন করিবার মানস করিয়াছি। স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির সহিত ইংরাজী প্রস্তাব পাঠে অনেক পাঠিকার আগ্রহ হইতেছে, ইহা অত্যন্ত সুখের বিষয়; এবং এই জন্য পত্রিকাতে আপাততঃ ইংরাজী অর্দ্ধ ফরমা সংযোজিত হইতেছে, কিন্তু গ্রাহকগ্রাহিকাগণের নিকট নিবেদন, এই কারণে বামাবোধিনীর ব্যয়বৃদ্ধি হওয়াতে ইহার মূল্য বৎসরে ।৴০ আনা বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হওয়া গেল, অর্থাৎ এবৎসর

হইতে ইহার বার্ষিক মূল্য ২৷০ পরিবর্ত্তে ২৷৶০ হইল। আশা করি বামা-বোধিনীর উন্নতি সাধনার্থ মাসিক ৴১০ দুই পয়সা অতিরিক্ত সাহায্য দানে কেহ ক্লেশ অনুভব করিবেন না।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মানব সমাজে স্ত্রী ও পুরুষের সমান অধিকার, যতদিন এই সত্য স্বীকার করা না হইবে, ততদিন সমাজ উন্নত অবস্থায় উপনীত হইবে না। দুঃখের বিষয়, পৃথিবীর সভ্যতম জাতি সকলের মধ্যেও অদ্যাপি পুরুষেরাই সর্ব্বে সর্ব্বা, স্ত্রীলোকগণ অতি নিকৃষ্ট অবস্থায় অবস্থিত রহিয়াছেন। ইংলণ্ডে পার্লেমেণ্ট মহাসভায় নারীগণের স্থান নাই, উচ্চ পদের জন্য তাঁহাদিগের আকাঙ্ক্ষা করা নিষিদ্ধ, এমন কি যে বিদ্যা ও ধর্ম্ম জাতি, বর্ণ, ও অবস্থার বিচার না করিয়া সকল শ্রেণীকে সমদৃষ্টিতে দর্শন করিতে প্রস্তুত, তাহাতেও স্ত্রীজাতির অধিকার অতি সঙ্কীর্ণ সীমায় বদ্ধ। সুখের বিষয়, বিদ্যাবতী রমণীগণ আপনাদিগের ন্যায্য অধিকার বুঝিয়া তৎ-সংস্থাপনার্থ সচেষ্ট হইয়াছেন এবং প্রবল-প্রতাপ স্বার্থপর পুরুষসমাজ বারংবার প্রতি-বন্ধাচরণ করিলেও তাঁহারা স্বকর্ত্তব্য সাধনে ক্ষান্ত হইতেছেন না। এইরূপ চেষ্টায় পরিণামে অবশ্য শুভ ফল ফলিবে। কিছুদিন হইল, কেম্ব্রিজের (Ladies College) মহিলা বিদ্যালয় সকল তত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট প্রার্থনা করেন যে পুরুষদিগের ন্যায় স্ত্রীলোকদিগকেও উপাধি এবং বিদ্যাবিষয়ক সম্মাননা প্রাপ্তির তুল্য অধিকার প্রদান করা হয়। বিশ্ব-বিদ্যালয় এই বিষয় বিবেচনার্থ এক (Syndicate) উপসভা নিযুক্ত করেন। সে সভা এই প্রার্থনা সমর্থন করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যগণের এক সাধারণ সভায় এ বিষয় পুনর্বিচারিত হইয়া মীমাংসা করা হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে উদার নিয়ম অবলম্বন করিয়াছেন, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় যদি তাহা করিতে না পারেন, তাহার অপেক্ষা লজ্জা ও দুঃখের বিষয় কিছুই নাই।

কলিকাতায় 'Women's Workshop' নামে স্ত্রীলোকদিগের এক কার্য্যালয় আছে। যাহাতে অনাথা দুঃখিনী ইউরোপীয় স্ত্রীলোকগণ সূচি কার্য্য প্রভৃতি দ্বারা কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে পারেন এবং তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের ভরণ-পোষণের সুবিধা হয় এই উদ্দেশে এই কার্য্যালয় সংস্থাপিত হয়। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম অল্পদিনের মধ্যে এই কার্য্যালয় স্ব-পোষণ-ক্ষম হইয়াছে এবং ইহার জন্য আর কাহাকেও ব্যয়ভার বহন করিতে হয় না। ১৬২টী স্ত্রীলোক এখন ইহাতে কার্য্য করিতেছেন। গত বৎসর কতকগুলি রমণী বিবাহ বা অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়া এই কার্য্যালয় হইতে অবসৃত হইয়াছেন। এই কার্য্যালয়ের গুণে শত শত অসহায় নিকর্ম্মা দরিদ্রা বালিকাগণ সহায়বতী, কার্য্যকুশল এবং উপার্জ্জনক্ষম হইতেছেন, ইহা সামান্য আনন্দের বিষয় নহে। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম কুমারী গুড্ বারাকপুরে দেশীয় খৃষ্টান রমণীগণের জন্য এইরূপ একটী কার্য্যালয় খুলিয়াছেন। অসহায়া হিন্দু বিধবাগণের জন্য এইরূপ কোন উপায় করিতে পারিলে কিনা মহোপকার সাধিত হয়! ইহার জন্য প্রথমে কিছু কিছু চাঁদা করিয়া একটী ফণ্ড করিতে পারিলে পরে যে তাহা আপনা আপনি চলিতে পারিবে এবং সহস্র সহস্র দরিদ্রা নারীর জীবিকার পথ প্রসারিত করিবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

কোন বঙ্গবালা পুরুষদিগের সম্মুখে বক্তৃতা বা উপদেশ প্রদান করিতে পারেন এ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। বরিশালের শ্রীমতী মনোরমা মজুমদার এই সৎ সাহসের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন দেখিয়া আমরা বিশেষ আহ্লাদিত হইয়াছি। পূর্ব্ব বৎসর বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের সাংবাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে তিনি আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। গত ফাল্গুন মাসে তত্রত্য ব্রাহ্মিকা সমাজের উৎসবের উপাসনা কার্য্যও তিনি সম্পাদন করিয়াছেন। 'ঈশ্বরের সেবা ও ভক্তিতেই প্রকৃত সুখ' এই বিষয়ে তিনি একটী উপদেশ দেন। অনেক সুশিক্ষিত পুরুষ সমাজে উপস্থিত ছিলেন, তিনি স্ত্রীজাতির ধর্ম্মোন্নতির জন্য তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কয়েকটী কথা বলেন। আমরা জানি অনেক শিক্ষিতা ভগিনী এরূপ কর্ত্তব্য সাধনে

পক্ষে তেমনি অনেকে অনেক প্রকার ভয় ও সংশয় করিতেছেন। কেহ মনে করিতেছেন স্ত্রীলোকেরা পুরুষ হইয়া যাইতেছে, কেহ মনে করিতেছেন ইহারা পুরুষদিগের স্বত্ব আক্রমণ করিতেছে, পুরুষদিগের পরিণাম কি হইবে? কেহ মনে করিতেছেন স্ত্রীলোকেরা বি এ, এম এ, উপাধি লইয়া কি করিবে, এজন্য যে সময় ব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার, তদ্দ্বারা গৃহকার্য্যে মনোনিবিষ্ট হইলে অধিক উপকারের সম্ভাবনা; কেহ বা মনে করিতেছেন পুরুষদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট শিক্ষাপ্রণালী স্ত্রীলোকদিগের উপযোগী হইতে পারে না, ইহাদ্বারা তাহাদিগের উন্নতি না হইয়া অবনতি হইবে। আমরা বলি দেশ কাল অবস্থা বিবেচনা করিয়া শিক্ষাপ্রণালী যত উৎকৃষ্ট করিতে পার কর, কিন্তু সকল কার্য্যের আরম্ভই পরীক্ষার অবস্থা, পরীক্ষায় তাহার ফলাফল না দেখিয়া হঠাৎ অধীর হইবার প্রয়োজন কি? দেশের মধ্যে উচ্চতম শিক্ষা যাহা, তাহাতে পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের তুল্যাধিকার প্রদান করা কর্ত্তব্য এবং তাহাই হইয়াছে, স্ত্রীলোকেরা তাহার আকাঙ্ক্ষী হইলে অনধিকার চর্চ্চা করা হয় না। বিশেষতঃ অদ্যাপি যখন স্ত্রীজাতির বিদ্যা, বুদ্ধি, ক্ষমতা ও অধিকার বিষয়ে সাধারণের ঘোরতর কুসংস্কার রহিয়াছে এবং তাঁহাদিগকে পুরুষদিগের নিম্নতর শ্রেণীতে রাখা স্বাভাবিক নিয়ম-স্বরূপ বলিয়া অনেকে জ্ঞান করিয়া থাকেন, তখন যে প্রকারে সে কুসংস্কার ভঙ্গ হয়, তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আর স্ত্রীলোক ও পুরুষ উভয়ে সমান পরিমাণে জ্ঞান উপার্জ্জন করিলে উভয়কে যে একই কার্য্য করিতে হইবে, তাহা কে বলিল? যে কার্য্য যাঁহার প্রকৃতির ও প্রয়োজনের উপযোগী, তিনি তাহাই অবলম্বন করিতে পারেন, কিন্তু অধিক জ্ঞান আয়ত্ত থাকিলে যিনি যে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবেন, তাহাতে যে অধিকতর কার্য্য-কুশলতার পরিচয় দিতে পারিবেন, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

ইংলণ্ডীয় কতকগুলি রমণী চিনরমণীদিগের দুরবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া এতদূর কাতর হইয়াছেন, যে তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া এই রমণীগণের উন্নতি সাধনার্থ চিনে গমন করিয়াছেন এবং বিবিধ উপায়ে তাঁহাদিগের মধ্যে জ্ঞান ও ধর্ম্মপ্রচারের চেষ্টা করিতেছেন। এই সদাশয়া মহিলাদিগের মধ্যে

সমর্থ, কেবল সাহস ও অভ্যাসের অভাবে তাঁহারা আপনাদিগের যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেন না। তাঁহাদিগের অধিকতর উৎসাহের সহিত কার্য্য করিবার সময় আসিয়াছে।

স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির জন্য বঙ্গদেশীয় ভিন্ন ভিন্ন স্থানের শিক্ষিত যুবকদিগের উৎসাহের বিশেষ পরিচয় পাইয়া আমরা অত্যন্ত সুখী হইতেছি। এই সকল যুবকের অধিকাংশ শিক্ষা বা কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় থাকেন, কিন্তু তাঁহারা কেবল আপনাদিগের উন্নতি সাধন করিয়া নিশ্চিন্ত নহেন, তাঁহাদিগের জন্মভূমির সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় অবস্থাপন্ন অবলাগণের যাহাতে উন্নতি হয়, তজ্জন্য তাঁহারা কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। শ্রীহট্ট, বিক্রমপুর, যশোহর, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলার কলিকাতা-প্রবাসী যুবকগণ এক একটী স্বতন্ত্র সভা স্থাপন দ্বারা এই কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। তাঁহারা স্ব স্ব জেলার অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণের পাঠ্য-প্রণালী নির্দ্ধারণ করেন, বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ করেন এবং সমারোহে পারিতোষিক দান করিয়া থাকেন। এক এক স্থানের শতাধিক রমণী পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং ৩০০।৪০০ বা তদধিক টাকাও সংগ্রহ করিয়া এই পুরস্কার প্রদত্ত হইয়া থাকে। স্ত্রীজাতির উন্নতিচেষ্টা দ্বারা কেবল যে তাঁহাদিগেরই উপকার করা হয়, তাহা নহে, ইহাদ্বারা সমগ্র সমাজের মহোন্নতি সাধনের সহায়তা করা হয়। আমরা আশা করি পূর্ব্ববাঙ্গালার যুবকগণের এই সাধু দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া অন্যান্য স্থানের শিক্ষিতগণ এ সম্বন্ধে আপনাদিগের কর্ত্তব্যসাধনে উৎসাহিত হইবেন। সকলের সাধু চেষ্টার ফল একত্র হইলে সমুদায় দেশের মহৎ কল্যাণের কারণ হইবে।

গত বৎসর দুইটী বঙ্গবালা বিশ্ববিদ্যালয়ের (First Arts) উচ্চশিক্ষার প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং বর্ত্তমান বর্ষে তাঁহারা (B. A.) উপাধি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। এই সংবাদে যেমন কতকগুলি লোক আনন্দিত হইয়া ভাবিতেছেন স্ত্রীলোকেরা এতদিন পরে প্রকৃত উন্নতির পথে আরোহণ করিতেছেন, তাঁহাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করা কর্ত্তব্য; অপর

যাঁহারা তথায় যাইতে পারেন নাই, তাঁহারা উহাঁদিগের কল্যাণার্থ ঈশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছেন। ইংলণ্ড ও চিনে অর্দ্ধ পৃথিবীর ব্যবধান, উভয়ের আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম ও শাসনপ্রণালী সম্পূর্ণ বিভিন্ন, কিন্তু এ ব্যবধান ও ভিন্নতা অস্বীকার করিয়া যে কোমলপ্রাণা নারীগণ দূরদেশস্থ ভগিনীদিগের প্রতি এতদূর সমদুঃখিতার পরিচয় দিতেছেন, তাঁহাদিগের দৃষ্টান্ত জগতে দুর্লভ। ঈশ্বর অবশ্যই এই নারীগণের সাধুচেষ্টা সফল করিবেন।

বাগ্‌দেবীর সভা।

বহুকাল গত হইল বাগ্‌দেবী ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন যে এক দিবস তাঁহার রাজ্যান্তর্গত সকল শ্রেণীর লোকের জন্য একটী সভা হইবে এবং তিনি বর্ণমালার পঞ্চাশটী অক্ষর অর্পণ করিবেন, সেই অক্ষর যোজনা দ্বারা যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা সুমধুর শব্দ রচনা করিবেন, তাঁহাকে তিনি একটী স্বর্ণ মুকুট প্রদান করিবেন। পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে এই ঘোষণা প্রচারিত হইতে লাগিল এবং এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া প্রত্যেক নরনারী কোন্ সুন্দর কথাটী রচনা করিবেন, আপন আপন মনে তাহা স্থির করিতে লাগিলেন। কিন্তু পাছে অপর লোক তাহার রচিত মধুরতম শব্দ অপহরণ পূর্ব্বক বাগীশ্বরীর নিকট হইতে পুরস্কার গ্রহণ করে, এই ভয়ে কোন ব্যক্তি অপরের নিকট আপন মনোনীত কথা প্রকাশ করিলেন না, অতি যত্নে তাহা লুক্কায়িত করিয়া রাখিলেন। বড় বড় বিদ্বান পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রত্যেকে মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে তিনি যে শব্দটী ভাবিয়া রাখিয়াছেন, তাহা সমস্ত শব্দাবলীর মধ্যে মধুরতম এবং বাগীশ্বরী নিশ্চয়ই তৎশ্রবণে তাঁহার প্রতি প্রসন্না হইবেন।

অবশেষে সম্মিলনীর দিন উপস্থিত হইল। বাগ্‌দেবী স্বয়ং উজ্জ্বল স্বর্ণ মুকুট হস্তে লইয়া সভার মধ্যস্থলে আসনে উপবিষ্টা হইলেন, নানা দিগ্-দেশাগত লোকসকল উৎসুকচিত্তে তাঁহার চতুঃপার্শ্বে ঘেরিয়া বসিলেন। কিছুক্ষণ পরে বাগীশ্বরী সুমধুর স্বরে সভাস্থ আবালবৃদ্ধ সকলকে সম্বোধন

পূর্ব্বক কহিলেন, "আমি এই পঞ্চাশটী অক্ষর প্রদান করিতেছি, ইহা দ্বারা তোমরা সকলে একটী একটী শব্দ রচনা করিয়া দাও। যাহার রচিত শব্দ সর্ব্বাপেক্ষা মধুর হইবে, তাহাকে আমি এই স্বর্ণ মুকুট প্রদান করিব। তোমরা প্রত্যেকে সাবধানে তোমাদের রচিত শব্দটী কাগজে লিখিয়া যত্ন পূর্ব্বক এই ঝাঁপীর ভিতর রাখ, সকলের লেখা সমাপ্ত হইলে আমি বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত ব্যক্তিকে পুরস্কার প্রদান করিব।"

সকলের লেখা সমাপ্ত হইলে দেবী ঝাঁপী হইতে এক খণ্ড কাগজ বাহির করিয়া হস্তে লইয়া সর্ব্ব সমক্ষে পাঠ করিলেন, তাহাতে লেখা ছিল "ধন।" দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন কোন্ ব্যক্তি এই কথা লিখিয়াছেন? একজন প্রাচীনমূর্ত্তি কঠোরপ্রকৃতি কৃপণ ব্যক্তি কহিল "আজ্ঞে, আমি লিখিয়াছি।"

দেবী কহিলেন "তুমি কি কারণে পৃথিবীস্থ যাবতীয় শব্দের মধ্যে "ধন" কে এত মধুরতম জ্ঞান কর?"

"কারণ সকল ব্যক্তিই অর্থ পাইতে বাসনা করে, ধনী হইবার আশায় লোকে ঘর্ম্মাক্তকলেবরে সমস্ত দিন পরিশ্রমে প্রবৃত্ত হয়, এবং ধনশালী হইলেই মনুষ্য সুখী হয়। কোন এক সুপ্রসিদ্ধ পুস্তকে লিখিত আছে ধন দ্বারা সকলই হয়, জগতে এমন কিছু নাই যাহা ধন দ্বারা সুসিদ্ধ হয় না। এই কারণে ধন এই শব্দটী আমার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা মধুর বলিয়া বোধ হয়।"

দেবী কহিলেন, 'অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতেছি তোমার মত হইতে আমার মত সম্পূর্ণ ভিন্ন। তুমি যাহা বলিতেছ তাহা যদি কোন সুপ্রসিদ্ধ পুস্তকে লেখা থাকে, তবে লেখক অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন। তুমি কহিতেছ যে ধন দ্বারা সকলই সুসিদ্ধ হয়, তাহাই কি? রোগী যখন রোগ শয্যায় শয়ন করিয়া যন্ত্রণায় অস্থির হয়, তখন তাহার হস্তে ধন প্রদান করিলে কি সে সুস্থ হয়? ধন কি মুমূর্ষু ব্যক্তিকে প্রফুল্ল ও সুখী করিতে পারে; না তাহার আত্মাকে পাপ হইতে মুক্ত করিতে পারে? ইহা কি পুত্রহীনা জননীর ক্রোড়ে তাঁহার প্রাণের সন্তানকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া আনিয়া দিতে পারে? অথবা ইহা মানব আত্মাকে স্বর্গের পথে লইয়া যাইতে পারে? হে বৃদ্ধ! ধন দ্বারা এ সকল সুসিদ্ধ হয় না। ইহা কেবল

শারীরিক সুখ স্বচ্ছন্দ বৃদ্ধি করিতে পারে, কিন্তু মানব আত্মাকে পাপের দিকে লইয়া যায় এবং ইহার অধীশ্বর হইয়া মানব অনেক সময়ে বৃথা গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া দরিদ্রদিগের উপর অত্যাচার করিয়া থাকে। আমি 'ধন' কে পৃথিবীর মধ্যে মধুরতম শব্দ মনে করিতে পারি না।

ইহা কহিয়া দেবী পুনর্ব্বার ঝাঁপীর মধ্য হইতে দ্বিতীয় খণ্ড কাগজ বাহির করিলেন। ইহাতে 'মান' এই কথাটী লিখিত ছিল।

দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন কোন্ ব্যক্তি এই শব্দের রচয়িতা?

একজন সুরূপ যুবক দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন "আমি।"

দেবী কহিলেন 'মান' কে সর্ব্বাপেক্ষা মধুর শব্দ জ্ঞান করিবার কারণ কি?"

যুবক কহিলেন "ইহার আবার কি কারণ দেখাইতে হইবে? কোন্ ব্যক্তি না অবগত আছেন যে 'মান' অপেক্ষা জগতে প্রিয়তম বস্তু আর কিছুই নাই। বিদ্যালয়ে বালকদিগকে মানের জন্য যত্নপূর্ব্বক বিদ্যাশিক্ষা করিতে দেখা যায়, ক্রীড়াকালেও তাহারা মানের জন্য মনোযোগের সহিত উত্তমরূপ ক্রীড়া করিতে শিক্ষা করে। শুভাকাঙ্ক্ষী জনক জননী যে এত কষ্টে সন্তানগণকে শিক্ষা দেন, তাহাও মানের জন্য। মানাভিলাষী হইয়া জ্ঞানী বিদ্যাবান্ ব্যক্তি সমস্ত জীবন শিক্ষার জন্য যাপন করিয়া থাকেন। ইহাকে পাইবার নিমিত্তই নাবিকগণকে উত্তাল তরঙ্গাকুলিত অর্ণবযানের মাস্তুলের উচ্চতম প্রদেশে আরোহন করিতে এবং যুদ্ধকালে সৈন্যগণকে বজ্রনিনাদী কালাগ্নি-উদ্গীরণকারী কামানের সম্মুখীন হইতে দেখা গিয়া থাকে;—মনুষ্যের প্রত্যেক কার্য্যই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে যে 'মান' অপেক্ষা পৃথিবীতে মূল্যবান এবং মধুর বস্তু আর কিছুই নাই।"

বাগীশ্বরী কহিলেন "তুমি যে এরূপ বাগ্‌বিন্যাসপূর্ব্বক আত্ম সমর্থন করিতে পারিয়াছ বোধ হয়, তুমি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং প্রশংসার উপযুক্ত বট; কিন্তু তোমার বাক্যে আমি অনুমোদন করিতে পারি না। মান মনুষ্যকে কঠিনতম দুঃসাধ্য কার্য্য সম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত করিতে পারে বটে; কিন্তু সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায় যে মানব মান সম্ভ্রমের জন্য

অন্ধ হইয়া অন্য লোকের স্বাধীনতা এবং ন্যায্য অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করিয়া থাকে। মানের জন্য লোকে স্বার্থপর হইয়া অপরের হিত এবং উন্নতির জন্য চিন্তা করে না, বরং কি প্রকারে অন্যকে পদানত রাখিয়া স্বয়ং সর্ব্ব উচ্চ আসন পাইবে তাহার চেষ্টা করিয়া থাকে। মানাভিলাষী হইয়া মানবগণ শত শত বার পৃথিবীকে রক্তস্রোতে ভাসাইয়া দিয়া কত জাতিকে শোক দুঃখে অভিভূত, কত সতীকে পতিহীনা এবং শিশু সন্তানকে অনাথ করিয়াছে। অতএব ইহাকে আমি সুমধুর পদার্থ বলিতে পারি না।"

ইহা কহিয়া পুনরায় বাগীশ্বরী ঝাঁপী হইতে অন্য এক খণ্ড কাগজ বাহির করিয়া লইলেন। এই কাগজ খণ্ডে "প্রেম" এই শব্দটী লিখিত ছিল।

দেবী কহিলেন কোন্ ব্যক্তি এই বাক্য রচনা করিয়াছেন? একজন রমণী সলজ্জভাবে কহিলেন ইহা আমার লেখা।"

"কি কারণে তুমি এই শব্দকে মধুরতম বলিয়া বিবেচনা কর?"

"ইহা আর যুক্তি দ্বারা দেখাইয়া কি দিব? জগতের সকল ব্যক্তির হৃদয়ে প্রেম রাজত্ব করিতেছে। এই প্রেমই ব্যক্তিবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করিতেছে। জননী-হৃদয়ে স্নেহরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া অসহায় শিশুসন্তানদিগকে লালন পালন করিতেছে; শিশু হৃদয়ে মাতৃভক্তি ও ভালবাসারূপে বাস করিয়া শিশুকে মাতার উপর সরলভাবে বিশ্বাস ও নির্ভর করিতে শিক্ষা দিতেছে। এই প্রেমের কারণেই বিদেশস্থ মানব মন আবাস গৃহের প্রতি সতৃষ্ণচিত্তে ধাবমান হইতে থাকে। ইহাই সতীর হৃদয়ে পবিত্র প্রেম নাম ধারণ করিয়া এই মরু সংসারে সুশীতল সুধাধারা প্রবাহিত করিতেছে। এই প্রেমবারিসিঞ্চনে কত কত কঠিন পাষাণ হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল। সাধুর হৃদয়ে ইহা ঈশ্বরপ্রেম ও ঈশ্বরভক্তি রূপে বাস করিয়া কত শত জীবনকে মুক্তি ও স্বর্গেরপথে লইয়া যাইতেছে। দেশহিতৈষী মহৎ ব্যক্তিগণ এই প্রেমের বশীভূত হইয়া সংসারে কত মঙ্গল সাধন করিতেছেন। অধিক আর কি কহিব এই উদার প্রেমের গুণেই মানব দেবভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহা সেই প্রেমময় ঈশ্বর হইতে ভূতলে মানব-হৃদয়ে বর্ষিত হইয়া উষর মানব-হৃদয়কে উর্ব্বর করিতেছে।

ইহা অপেক্ষা সুমধুর কথা আর কি আছে? ইহার নামে মানব-আত্মা বিগলিত হইয়া যায়।"

দেবী কহিলেন, "প্রেম" এই শব্দটী যেমন মিষ্ট, তেমনই তিক্ত। দেখ পৃথিবীতে যে অধিকাংশ ক্লেশ দুঃখ দুর্গতি সে এই প্রেমেরই জন্য। তুমি যখন পৃথিবীর মায়া মোহের সহিত এই কথাটী জড়িত করিয়া ইহার অপব্যবহার করিয়াছ, তখন তুমি কখন পুরস্কারের উপযুক্ত হইতে পার না।

তৎপরে দেবী এক এক করিয়া কয়েক খণ্ড কাগজ উত্তোলন করিলেন, কোনটীতে লেখা আছে বসন, কোনটীতে ভূষণ; কোনটীতে সুরূপ, কোনটীতে সঙ্গীত, কোনটীতে বীরত্ব, কোনটীতে স্বাধীনতা, কোনটীতে স্বামী, কোনটীতে স্ত্রী, কোনটীতে পুত্র, কোনটীতে মিত্র। দেবী এই সকল শব্দের গুণাগুণ বিচার করিয়া কোনটী মনোনীত করিলেন না। অবশেষে তিনি আর একখণ্ড কাগজ ঝাঁপী হইতে লইয়া পাঠ করিলেন। ইহাতে "ঈশ্বর" এই শব্দ লিখিত ছিল। দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, কে এই শব্দটী লিখিয়াছেন?

একটী দরিদ্র বালিকা দণ্ডায়মান হইল, দেবী ও সভাস্থ সকলের চক্ষু তাহার দিকে পতিত, সে ভীতচিত্তে অর্দ্ধস্ফুট-স্বরে কহিল "আমি।" দেবী সস্নেহে সুমিষ্ট ভাবে অভয় প্রদান করিয়া কহিলেন, অয়ি! সরল বালিকে তুমি 'ঈশ্বর' এই বাক্যটীকে যে মধুরতম কহিতেছ কেন তাহা কি বলিতে পার?

বালিকা কহিল "না আমি কোন কারণ জানি না; কিন্তু আমি অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি যে ইহা অপেক্ষা আর কোন নামই মিষ্ট নহে। ঈশ্বরের নাম লইলে আমার সকল দুঃখ দূর হয়, ইহাতে মনে যেরূপ আনন্দ হয়, এরূপ আনন্দ আর কিছুতেই পাই না।"

দেবী সহাস্য বদনে বালিকাকে নিজ পার্শ্বে আনিয়া কহিতে লাগিলেন; বালিকে! তুমি যথার্থ অবগত হইয়াছ; জগতে এমন কোন নাম নাই যাহা ঈশ্বরের নামের তুল্য সুমিষ্ট হইতে পারে। সেই সর্ব্বশক্তিমান্ করুণাময় পরমেশ্বরে যে বিশ্বাস করিতে পারে, তাঁহার নাম যাহার নিকটে মধুর বলিয়া জ্ঞান হয়, সে ইহকালে পরম সুখে বাস করে ও পরকালে স্বর্গে

অনন্তকাল মনের আনন্দে কালযাপন করিতে পারে। ঈশ্বর প্রেমময় জ্ঞানময় অনন্ত পূর্ণ পুরুষ; তাঁহার তুল্য মহান্ আর কে আছে? তিনি দীন হীন অসহায় ও নিরাশ্রয়ের একমাত্র আশ্রয় ও সহায়। সংসার যখন ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে থাকে, তখন তিনি একমাত্র সান্ত্বনাস্থল। ঈশ্বর সকল রূপবান্ অপেক্ষা সুন্দরতম, মধুরতম অপেক্ষা মধুরতম, মঙ্গলময়, জগতের পালক, তিনি পিতার পিতা, জননীর জননী, গুরুর গুরু; তাঁহা অপেক্ষা মিষ্ট কিছুই নাই। অতএব আইস আমার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া এই মুকুট গ্রহণ কর। এক্ষণে তুমি যেরূপ সরল ও পবিত্র আছ, চিরকাল যেন সেইরূপ থাকিয়া স্বর্গে দেবগণের মধ্যে আনন্দে বিচরণ করিতে পার।"

গৃহকার্য্য।

(১৯৫ সংখ্যা—৩৬৫ পৃষ্ঠার পর)

শয্যাগৃহ।

শয্যাগৃহে দিবসের অন্ততঃ চতুর্থাংশ কাল গত হয়, সুতরাং জীবনের এত সময় যে স্থানে ব্যয় করিতে হয়, তাহা যতদূর স্বাস্থ্যের উপযোগী হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা নিতান্ত আবশ্যক। সুনিদ্রা স্বাস্থ্যের একটী প্রধান কারণ। সুনিদ্রা দ্বারা যেরূপ কর্ম্মঠ শরীর লাভ করিয়া স্ফূর্ত্তির সহিত সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, সেইরূপ অনেক সময় সামান্য বা গুরুতর পীড়া সকলেরও আশ্চর্য্য উপশম হয়। শয্যাগৃহের সুব্যবস্থার উপরে যে এই সুনিদ্রা অধিক পরিমাণে নির্ভর করে, তাহার সংশয় নাই। বিশেষতঃ সুকুমার শিশুগণ, কোমল পুষ্পের ন্যায় যাহাদিগের স্বাস্থ্য হানি এবং জীবন-নাশ সামান্য কারণে ঘটিয়া থাকে, তাহাদিগের জন্য, শয্যাগৃহের উৎকর্ষ সাধনের প্রয়োজন আরও অধিক। গৃহ যাহাতে শুষ্ক হয়, তাহাতে শুদ্ধ অথচ বিশুদ্ধ বায়ু অবাধে সঞ্চারিত হইতে পারে, প্রচুর পরিমাণে আলোক প্রবিষ্ট হয়, শয়নের জন্য এ প্রকার গৃহ মনোনীত করা বিধেয়। ইংরাজ-

দিগের শয্যাগৃহে একটী করিয়া আগুনের হাফর ও চিমনি থাকে, এবং প্রশস্ত বাতায়ন থাকে, তাহাতে গৃহের বায়ু সর্ব্বদা পরিষ্কার থাকে। আমাদিগের দেশে অত্যন্ত শীতাগম ভিন্ন শয্যাগৃহে আগুণ রক্ষার প্রয়োজন নাই, কিন্তু তথায় নির্ম্মল বায়ু সঞ্চারের উপায় করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। দ্বার ও জানালা সকল যাহাতে প্রশস্ত ও পরস্পর ঋজু হয়, এমন করিয়া সেগুলি নির্ম্মাণ করা আবশ্যক। পশ্চাৎ এবিষয়ের সবিশেষ আলোচনা করা যাইবে।

শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াই তাড়াতাড়ি শয্যা গুটাইয়া কোন স্থানে রাশীকৃত করিয়া রাখা নিতান্ত অবিবেচনার কার্য্য। রাত্রিকালে আমাদিগের নিশ্বাসের সহিত অঙ্গারক বাষ্প অধিক পরিমাণে বহির্গত হয়, তাহাতে শয্যা অল্প বা অধিক পরিমাণে বিষময় হইয়া থাকে। আমাদিগের শরীরের উত্তাপে ও ময়লাতে শয্যা উত্তপ্ত ও মলিন হইয়া থাকে। শয্যা হইতে বিষময় বাষ্প এবং দৈহিক উত্তাপ প্রভৃতি যাহাতে বাহির হইয়া যায়, তাহার জন্য কিছুক্ষণ মশারি তুলিয়া ও দ্বার জানালা খুলিয়া দিয়া বায়ু প্রবাহ বহিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। ইংরাজদিগের গৃহে পরিজনবর্গ নিদ্রা হইতে উঠিয়া প্রথমে ঈশ্বরোপাসনা, ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ, চা পান ও প্রাতর্ভোজনে কিছু সময় যাপন করিয়া থাকেন। সেই সময়ের মধ্যে শয্যা খোলা বাতাসে শীতল ও দূষিতবায়ুশূন্য হইয়া থাকে। গৃহিণী বা পরিচারিকা ইতিমধ্যে অন্যান্য 'বাসী পাট' সারিয়া তবে শয্যা তুলিতে আসেন। এরূপ নিয়মদ্বারা অনেক গুলি সুফল ফলিয়া থাকে।

বিছানা তুলিবার সময় মাদুর তোষক বালিস প্রভৃতি ভাল করিয়া ঝাড়িয়া তোলা কর্ত্তব্য। বালিসের ধারে, তোষকের ধার সকলে যে ধূলা বা ময়লা জমে, তাহা ঝাড়ন দিয়া পরিষ্কার করিলে ভাল হয়। বিছানা সকল যদি পাতিয়া অধিকক্ষণ রাখা সুবিধাজনক না হয়, রৌদ্রে ও বাতাসে মেলিয়া দিলেও হইতে পারে। তোষক ও চাদর প্রভৃতি গুটাইবার সময় তাহা সমান ও চোস্ত করিয়া পাট করিয়া লইবার অভ্যাস থাকিলে ধূলা ময়লার প্রতি অধিক দৃষ্টি পড়ে। বিছানার উপর চাদর থাকা নিতান্ত আবশ্যক, কেন না তাহা হইলে সহজে তাহা কাচিয়া পরিষ্কার রাখা যায়।

লেপ, কাঁথা বালিসে ওয়াড় দিবারও একটী প্রধান প্রয়োজন এই, যে আদত জিনিস নষ্ট না করিয়া ওয়াড়গুলি ধৌত করিলেই শয্যা পরিষ্কৃত থাকে। বিছানার চাদর বা লেপ বালিস প্রভৃতির ওয়াড়ের আবশ্যকতার প্রতি যাঁহাদিগের দৃষ্টি নাই, তাঁহাদিগের শয্যা যে ময়লা ও অস্বাস্থ্যের আধার হইয়া থাকে, ইহা বলা বাহুল্য। মলিন শয্যা হইতে যে পূতিগন্ধ উত্থিত হয়, অন্য সময় অপেক্ষা নিদ্রাকালে তাহাতে স্বাস্থ্যের অধিক হানি করিয়া থাকে। শয্যা উপরিউক্ত নিয়ম অনুসারে পরিষ্কার করিয়া ও পাট করিয়া তাহা কোন মোটা চাদর, শতরঞ্চি বা কম্বলে জড়াইয়া যথাস্থানে সজ্জিত রাখা বিধেয়।

শয্যা তোলা হইলে গৃহ ঝাঁটি দিয়া ও মধ্যে মধ্যে ধুইয়া পরিষ্কার করা চাই। অনেক বাঙ্গালীর গৃহে যদি খাটে শয্যা পাতা হইল, তাহা হইলে আর কোন চিন্তার বিষয় নাই। খাটের বিছানাটী শয়নের সময় একবার বিস্তার করা এবং অন্য সময় সেই খানেই মুড়িয়া রাখা হইলেই হইল। বিছানার মধ্যে মলা জমিল এবং খাটের নীচে সাপ বিছা বা কি জঞ্জাল রাশি রহিল, তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই। ইহার অনিষ্ট ফল কখন না কখন প্রত্যক্ষ করিতে হইবেই হইবে। মাটীর গৃহ হইলে তাহা ঝাঁট গোবর দিয়া এবং শাণ হইলে তাহা ধুইয়া সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা চাই। ঘরের মেজে ধুইলে অধিক জল জমাইয়া রাখা উচিত নয়, মোটা কাপড়ে তাহা মুছিয়া ফেলা আবশ্যক। ছড়া বা গোলাহাঁড়ী এবং মুছিবার নেতা বা নেকড়া প্রভৃতি গৃহের উপকরণ-স্বরূপ যত্নপূর্ব্বক রাখিতে হইবে ইহা বলা বাহুল্য। কিন্তু প্রয়োজন ব্যতীত এগুলিকে গৃহের মধ্যে রাখিয়া গৃহকে অপরিষ্কার করা না হয়।

শয্যার ন্যায় গৃহসজ্জা সকল পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য। আহারের বাসন ও পিলসুজ প্রভৃতি ধুইয়া মাজিয়া ও ভাল করিয়া মুছিয়া যে রাখিতে হইবে, ইহা বলিতে হইবে না। আজি কালি অনেকে কেদেরা, টেবেল, আলমারী প্রভৃতি দিয়া গৃহ সাজাইয়া থাকেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, ইংরাজী আসবাব সকল ইংরাজগৃহে একরূপ, বাঙ্গালীগৃহে অন্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে। এ সকলে প্রায় ধূলা ও মলা জমিয়া থাকে এবং ছারপোকা

প্রভৃতির বাসা হয়। কাঠের আসবাব সকল পরিষ্কার করিতে হইলে কেবল ঝাড়ন দিয়া পিটিলে বিশেষ ফল দর্শে না, তাহাদ্বারা কেবল এক স্থানের ধূলা অন্যস্থানে গিয়া জমা হয়। শুষ্ক কাপড় দিয়া ভাল করিয়া মুছিয়া ফেলা এ গুলি পরিষ্কার করিবার প্রকৃষ্ট উপায়। যেহেতু কাঠের জিনিষ শুক্‌না কাপড়ে মোছায় বেশী পরিচ্ছন্ন হয়, সামান্য কাঠের জিনিষ ভিজা নেকড়ায় পুঁছিলেও চলে। সেজ, ল্যাম্প প্রভৃতি ব্যবহার করিলেও সেগুলি পরিষ্কার করা ও যথাস্থানে রাখা কর্ত্তব্য।

শয্যাগৃহের নিভৃত স্থানে যে ঝুল ও ময়লা প্রভৃতি জমিয়া থাকে, অন্ততঃ সপ্তাহে একবার সে সকল পরিষ্কার করা আবশ্যক। সপ্তাহে একবার গৃহটী সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত করিতেই হইবে, ইহা একটী বিশেষ নিয়ম বলিয়া অবলম্বন করা বিধেয়।

শয্যাগৃহের বাতায়ন সকল বৃষ্টি এবং কোয়াসার সময় ভিন্ন সমস্ত দিন খুলিয়া রাখা কর্ত্তব্য, তাহাতে বিশুদ্ধ বায়ু বহনাবহন করিবে। জানালা সকল রাত্রিকালে সচরাচর অল্প পরিমাণে খুলিয়া রাখিলে ভিতরের দূষিত বায়ু বাহির হইয়া যায়, ইহাদ্বারা উপকার ভিন্ন অপকার হয় না।

শয্যাগৃহ সম্বন্ধে সুনিয়ম প্রতিপালন করিলে বাঙ্গালীদিগের মধ্যে যে শোচনীয় শিশুপীড়া ও শিশুমৃত্যু অধিক পরিমাণে দেখা যায়, তাহা অনেক নিবারিত হইতে পারিবে। পরিবারস্থ সকলে সুস্থশরীর ও প্রফুল্লচিত্ত হইয়া আনন্দে গৃহধর্ম্মপালনে সমর্থ হইবেন।

একদিনকার দৃশ্য।

সেই একদিন, সখি! আমাদিগের দ্বিতল প্রাসাদের সরসীসম্মুখস্থ বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া কি যেন ভাবিতেছিলাম। কি ভাবিতেছিলাম, ঠিক্ বলিতে পারিতেছি না, কিন্তু তৎসাময়িক প্রকৃতির দৃশ্য, প্রভাত পবন সঞ্চালিত নবোদীয়মান তপন-বিভাত সরসীবক্ষের চঞ্চল, উজ্জ্বল সলিলের নীরব উত্থান ও পতন, অদূরস্থ উদ্যানবিহারী বিহঙ্গকুলের ভাবময়ী কাকলি এবং

আমার উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের তরল তরঙ্গ এক সঙ্গে মিশিয়া কি হইল, মনে পড়ে; কিন্তু বুঝাইতে পারিব না। মানবীয় ভাষায় তৎকালীন হৃদয়ের অবস্থা চিত্র করিতে প্রয়াস পাওয়া বিড়ম্বনা। তুমিত জানই আমার বর্ণনশক্তি অতি অল্প। যাহা দেখি তাহার শতাংশের একাংশ বাক্যদ্বারা প্রকাশ করিতে পারি না। যাহা ভাবি, যাহা হৃদয়ে২ অনুভব করি, তাহা অপরকে জানাইতে পারি না।

কতক্ষণ সেই অবর্ণনীয় অবস্থায়—জাগ্রত স্বপ্নে—সেই উচ্ছ্বাস-তরঙ্গে ডুবিয়া ছিলাম, ঠিক্ বলিতে পারি না। কিন্তু সে সুখের স্বপ্ন, সেই অজ্ঞানাবস্থার আরাম, সেই উদ্বেলিত ভাবের তরঙ্গ অবশেষে, একে২ ধীরে২ অপসারিত হইয়াছিল। বারাণ্ডা সমীপস্থ রেইল মালার উপর ধীরে২ অবশ মস্তক স্থাপন করিয়া আবার একবার সরসীর উজ্জ্বল জল-রাশির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম। সহসা সরোবর সোপানোপবিষ্টা একটী ক্ষুদ্র বালিকার শীর্ণ-দেহ আমার নেত্র আকৃষ্ট করিল। নিকটস্থ হইয়া দেখিলাম, বালিকা আমা অপেক্ষা বড় বয়ঃকনিষ্ঠা নহে। তবে তাহার দেহাকৃতি আমা অপেক্ষা বহু পরিমাণে ক্ষুদ্র, মুখখানি নিতান্ত জীর্ণ, শরীর অস্থিচর্ম্ম সার, আর চোখ্ দুটী—আহা কি সুন্দর চক্ষু! অশ্রুজলে পরিপূর্ণ সেই চক্ষু দুটী—আমি আজিও ভুলিতে পারিতেছি না, জীবনে কখনই ভুলিব না। কবিদের খঞ্জন-গঞ্জন বা মৃগমদ নেত্র আমি জীবনে একবারও দেখি নাই, কিন্তু আমার দেখা সেই সজল অপরাজিতা দুটী যদি তুমি দেখিতে, আমার মত তুমিও উহা মুহূর্ত্ততরে স্মৃতিফলক হইতে অপসৃত করিতে পারিতেনা।

বালিকা সোপানাবলীর নিম্নতম স্তরে বসিয়া ছল ছল নেত্রে কি যেন ভাবিতেছিল। আহা সেই শীর্ণ কোমলতাময় মুখখানিতে চিন্তার কালিমা পড়িয়া উহাকে মেঘাবৃত ঈষদুজ্জ্বল হিমাংশুর মত আরও মনোহর করিয়াছিল। সখি, তখন তুমি সেখানে ছিলে না, নহিলে দেখিতে, অন্ধকারের মধ্যে স্বর্গের সুপবিত্র ভাতি কেমন সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়। বালিকার সম্মুখে সলিলপূর্ণ মৃণ্ময় কলসী, আর সেই বৃহদাকার কলসীর গাত্রে বালিকার একখানি শীর্ণ হস্ত ন্যস্ত রহিয়াছে।—আর একখানি

হস্তের উপর ভা[illegible] লুণ্ঠিত, অবদ্ধ কবরী, ধূলিধূসরিত, অযত্নরক্ষিত শুভ্র মস্তকটী—অযত্নে স্থাপিত। আরও নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলাম, বালিকার আননে রোগের চিহ্ন দেদীপ্যমান, শরীর অতি দুর্ব্বল। জলপূর্ণ ভারী কলসী কক্ষে করিয়া দূরস্থ গৃহে যাইতে হইলে, অর্দ্ধপথ না ফুরাইতেই বালিকা ভূপতিতা হইবে। অর্দ্ধেক পথই বা কি প্রকারে যাইবে? কলসী তুলিয়া কক্ষে লওয়াই তাহার একপ্রকার অসাধ্য। তাই বালিকা সরসী সোপানে বসিয়া কাঁদিতেছে। বালিকার আপনার বলিবার কি কেহ নাই? কে এমন কৃপণ বালিকাকে এ দুর্ব্বহ ভার বহন করিতে বাধ্য করিয়াছে?—বালিকার কষ্ট দেখিয়া আমার চক্ষে জল আসিল। যদি আমার সাধ্য থাকিত, আমি গিয়া উহার অর্দ্ধেক ভার লাঘব করিতাম। হায়রে, এমন বালিকা (আমিও তখন বালিকা ছিলাম) কি প্রকারে এ ভার বহন করিবে?

বালিকে, কাঁদিতেছ?—সরসীতীরে সলিলপূর্ণ মৃন্ময় কলসী লইয়া ভাবিতেছ, আর কাঁদিতেছ;—কাঁদ। জীবন সংসার পারাবারের সৈকতময় বেলাভূমিতে বসিয়া, দুর্ব্বহ—মৃন্ময় দেহঘট সম্মুখে করিয়া, নিত্য২ অনেকেই কাঁদিতেছে। আমিও তোমারি মতন বালিকা, তবুও আমার অনেক অশ্রু নিঃশব্দে মানুষের অজ্ঞাতে ঐ সরসী-জলে, অনেক নিশ্বাস ঐ ঝাউ-তাড়িত সমীরণে মিশিয়া গিয়াছে। এজীবনের বোঝায় এখনই কাতর হইয়াছি। জীবনের অধিকতর অংশ আমার সম্মুখে রহিয়াছে। কিন্তু এই তরুণ-জীবনই যখন এত যাতনাপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়, তখন অন্ধকার ভবিতব্যে কি আছে কে বলিবে?—

কত চিন্তা একে একে হৃদয়ে উত্থিত হইতে লাগিল, বলিয়া কাজ নাই। কিন্তু যখন চিন্তার বেগ মন্দীভূত হইয়া আসিল, তখন দেখিলাম সম্মুখস্থ বালিকা-মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইয়াছে। অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইলাম—ভাবিলাম সকলই হয়ত আমার দৃষ্টিভ্রম; কিন্তু সোপানাবলীর গাত্রে বালিকার সিক্তপদ-চিহ্ন দর্শন করিয়া সে ভ্রম দূরীকৃত হইল।

বালিকা প্রাণপণে বল সংগ্রহ পূর্ব্বক স্বকার্য্য সাধন করিয়াছে। কেবল সরসীসোপানে বসিয়া কাঁদিতে আসে নাই। বালিকা ভীরু নহে,

নিস্তেজ নহে—নিজকার্য্যে পরাঙ্মুখা নহে। বালিকা নিজের দুর্ব্বলতার উপর জয়লাভ করিয়াছে। বালিকা দুর্ব্বহ ভার বহনাতীত হইলেও বহন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। আমি কেন উহা অপেক্ষা উচ্চাবস্থায় স্থাপিত হইয়া জীবন দুর্ব্বহ বোধে সংসার বেলায় বসিয়া কাঁদিব? কর্ত্তব্যজ্ঞান ও সাহস দুর্ব্বলতার উপর জয়লাভ করুক। জীবনের কার্য্যগুলি অসম্পন্ন রাখিয়া কেবল কাঁদিলে কি হইবে? বালিকা যদি পরিশ্রমে অবসন্ন হইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইবার পূর্ব্বেই পথিমধ্যে অংশপ্রায় পতিত হয়, যদি অতিরিক্ত পরিশ্রমে অর্দ্ধমৃত হয়, অধিকতর রুগ্ন হয়, তাহা হইলে বালিকার ক্ষোভ থাকিবে না। বালিকা নিজকার্য্য সাধন করিবার জন্য সকল ক্লেশ সহ্য করিতে প্রস্তুত। আর আমি কি করিতেছি? আমি কি কখন নিজ কার্য্য সাধন করিবার নিমিত্ত বিন্দুমাত্র চেষ্টা করিয়াছি? আমি জীবন দুর্ব্বহ ভাবিয়া কেবল কাঁদিয়াছি, কেবল মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করিয়াছি, কিন্তু এ জীবন বীরত্ব-সহকারে বহন করিতে কখন প্রস্তুত হই নাই। জীবন সংগ্রামে আমি ভগ্নোদ্যম পলায়িতের অনুকরণ করিতেছি। ধিক্ আমার জীবনে! অনিশ্চিত নিয়তির উপর নির্ভর করিয়া অবস্থা-চক্রের আবর্ত্তনের সহিত কখন হাসিতেছি, কখন কাঁদিতেছি। অধ্যবসায় কাহাকে বলে জানিলাম না। কর্ত্তব্য সাধন করিতে মুহূর্ত্তকাল চেষ্টা পাইলাম না। কর্ত্তব্য জ্ঞান থাকিলে স্বতঃই সাহসের সঞ্চার হইয়া থাকে; আমার সে জ্ঞান কোথায়! বালিকা আমাকে যে শিক্ষা দিয়াছেন, আমি আজিও তাহা সযত্নে হৃদয়ে রক্ষা করিতেছি। সখি! আমরা এই শিক্ষা যেন চিরদিন স্মরণ রাখিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইতে পারি।

আমেরিকার আবিষ্কার।

(১৯৫ সংখ্যা, ৩৭৬ পৃষ্ঠার পর।)

ক্রমে লোকের সাহস বাড়িতে লাগিল; এবং খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে স্পেনীয়গণ কানেরি-দ্বীপপুঞ্জে গমনাগমন করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু কিরূপে তাহারা এই দ্বীপ আবিষ্কার করিয়াছিল, তাহার কোন ইতিহাস

পাওয়া যায় না। যাহা হউক ইহার দক্ষিণে এ পর্য্যন্ত কেহ সাহস করিয়া যাইতে পারে নাই।

অবশেষে ইউরোপের একটী সামান্য দেশের অধিবাসীদের চেষ্টায় এত দিনের অভাব পূর্ণ হইল। ইউরোপীয় দেশ সমূহের মধ্যে, কি ধনে, কি ক্ষমতায়, কি পরিসরে পর্টুগাল অতি সামান্য দেশ; কিন্তু এই পর্টুগালের চেষ্টায় ও যত্নে দেশাবিষ্কার কার্য্য প্রকৃত প্রস্তাবে আরব্ধ হয়। এই দেশের লোকেরাই প্রথমে আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্ত বেষ্টন করিয়া ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়, ইহাদেরই দৃষ্টান্তে অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিগণের হৃদয়ে আবিষ্কার-বাসনা ও কৌতূহল প্রবৃত্তি বলবতী হইয়া উঠে এবং এই সকল ঘটনা-স্রোতের মধ্যে পড়িয়াই সেই মহাত্মার জীবন গঠিত হয়, যাঁহার সাহস ও অধ্যবসায় গুণে নূতন মহাদ্বীপ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই জন্য পর্টুগালের তখনকার অবস্থার বিষয় এই স্থলে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা আবশ্যক।

যে সময়ের বিষয় বলা যাইতেছে, তখন পর্টুগীজগণ, মুসলমানদিগকে সমরে পুনঃ পুনঃ পরাজিত করিয়া তাহাদিগকে পর্টুগাল হইতে বিদায় করিয়া দিয়াছিল। ইহার কিছুদিন পরেই সিংহাসন লইয়া একটা তুমুল গৃহ-বিপ্লব উপস্থিত হয়। এই সকল যুদ্ধ ব্যাপার নিবন্ধন পর্টুগীজদের সাহস ও ক্ষমতার বিলক্ষণ পুষ্টিসাধন হইয়াছিল। কিন্তু পর্টুগালের স্থলপথ পরাক্রান্ত স্পেনরাজ্য কর্ত্তৃক রুদ্ধ হইয়া থাকাতে, পর্টুগীজদের ক্ষমতা সে পথে বিশেষ স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে পারে নাই। সুতরাং সমুদ্রতীরস্থ দেশ বলিয়া তাহাদের সমুদায় উদ্যম সামুদ্রিক বাণিজ্য ব্যাপার প্রভৃতির দিকে পরিচালিত হইল। পর্টুগালের রাজা প্রথম জন সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দেখিলেন যে তাঁহার প্রজাবর্গকে কোন কার্য্যে ব্যস্ত রাখিতে না পারিলে সমূহ অনিষ্টের সম্ভাবনা। এই জন্য তিনি বহুসংখ্যক অর্ণবপোত সংগ্রহ করিয়া, বার্ব্বরি দেশ হইতে মুসলমানদিগকে দূরীভূত করিবার জন্য তথায় যুদ্ধযাত্রা করিলেন; এবং কতকগুলি পোত আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলস্থ দেশ সকলের আবিষ্কারে নিযুক্ত করিলেন। এইরূপে সামান্যভাবে যে কার্য্যের সূত্রপাত হইল, তাহা হইতেই ক্রমে সমস্ত পৃথ্বীতল মনুষ্য সমাজের জ্ঞানগোচর হইয়াছে।

কিন্তু যখন এই সকল পোত আবিষ্কার কার্য্যে নিযুক্ত হয়, তখনও ইউরোপীয়গণ সমুদ্র যাত্রা সম্বন্ধে বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই। আফ্রিকা পর্টুগালের নিকটবর্ত্তী হইলেও পর্টুগীজগণ এপর্য্যন্ত নন্ অন্তরীপ অতিক্রম করিতে সাহসী হয় নাই। এত দিন লোকে মনে করিত যে এই অন্তরীপের অপর পার্শ্বে যাওয়া যায় না। কিন্তু জ্ঞান-বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোকের কুসংস্কার দূরীভূত হইয়া সাহস বাড়িতে লাগিল। চারিদিকে জ্যামিতি, জ্যোতিষ ও ভূগোল-শাস্ত্রের আলোচনা হইতে লাগিল। জনের প্রেরিত পোত সকল নন্ অন্তরীপ ছাড়াইয়া বোজাডর অন্তরীপ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু এই অন্তরীপের উচ্চ পর্ব্বতরাজী আটলাণ্টিকের অনেক দূর পর্য্যন্ত প্রসারিত দেখিয়া নাবিকগণ ভীত হইয়া লিসবনে ফিরিয়া আসিল। যদিও ইহারা অধিক দূর যাইতে পারে নাই, তথাপি এই ঘটনায় লোকের কৌতূহল প্রবল হইয়া উঠিল; এতদ্ভিন্ন বার্ব্বরির যুদ্ধযাত্রা সুফলপ্রদ হওয়াতে তাহাদের উৎসাহ আরও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এদিকে জনের চতুর্থ পুত্র হেনরি নূতন দেশ আবিষ্কার বিষয়ে মনোযোগী হইলেন। তিনি তাঁহার পিতার সঙ্গে বার্ব্বরিতে গিয়া বিশেষ সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন; এতদ্ভিন্ন তিনি বিশেষ উৎসাহের সহিত বিজ্ঞানচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। ভূগোলশাস্ত্রের আলোচনায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল, এবং এই শাস্ত্রের আলোচনার দ্বারা তাঁহার বিলক্ষণ প্রতীতি হইয়াছিল যে আফ্রিকার উপকূল অবলম্বন করিয়া যাইতে পারিলে অনেক নূতন ও সমৃদ্ধিশালী দেশ আবিষ্কৃত হইতে পারিবে। সর্ব্বদা যাহাতে এই বিষয়ে মনোযোগ আকৃষ্ট হইতে পারে এই কারণে তিনি সেণ্ট ভিনসেণ্ট অন্তরীপের নিকট এমন একটী স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন, যেখান হইতে প্রশস্ত আটলাণ্টিক মহাসাগর সর্ব্বদা তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হয়। অনেক প্রধান প্রধান পণ্ডিত তাঁহার সাহায্যের জন্য একত্রিত হইলেন। এতদ্ভিন্ন নানা দেশীয় লোকদিগের নিকট হইতে তিনি প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সাধুতা ও উদারতা প্রভৃতি সদ্‌গুণে আকৃষ্ট হইয়া অনেকে তাঁহার অভিপ্রায়ের পোষকতা করিতে লাগিলেন এবং সাধ্যমতে তাঁহার সাহায্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রথমবারে তিনি তাঁহার দুইজন কর্ম্মচারীকে একখানি মাত্র জাহাজের কর্তৃত্ব ভার দিয়া বলিলেন যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া বোজাডর অন্তরীপ অতিক্রম পূর্ব্বক দক্ষিণ অভিমুখে অগ্রসর হইবে। তাঁহারা প্রচলিত প্রথানুসারে আফ্রিকার উপকূল ধরিয়া যাইতেছিলেন। যদি সমস্ত পথ এইভাবে যাইতে হইত, তাহা হইলে কষ্টের আর পরিসীমা থাকিত না। এই সময়ে সহসা বাত্যাবেগে তাহাদিগের পোত উপকূল হইতে দূরে তাড়িত হইল; তাঁহারাও জীবনাশা পরিত্যাগ করিলেন; কিন্তু ভাগ্যক্রমে অবশেষে তাঁহারা একটী অজ্ঞাতপূর্ব্ব ক্ষুদ্র দ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই দ্বীপকে তাঁহারা পোর্টোসাণ্টো নামে অভিহিত করিলেন। কিন্তু এই নূতন দ্বীপটীর আবিষ্কার সে সময়ের পক্ষে এত মূল্যবান বোধ হইল, যে তাঁহারা আর অধিকদূর অগ্রসর না হইয়া তাঁহাদের প্রভুকে সংবাদ দিবার জন্য পর্টুগালে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনিও তাহাদিগের বিশেষ প্রশংসা ও সমাদর করিতে ত্রুটি করিলেন না। এই ঘটনায় উৎসাহিত হইয়া পর বৎসর হেনরি তাঁহাদিগেরই অধীনে তিনখানি জলযান প্রেরণ করিলেন এবং পোর্টোসাণ্টো অধিকার করিবার আদেশ দিলেন। পোর্টোসাণ্টো অধিকার করিয়া তথায় কিছুদিন অবস্থান করিতে করিতে তাঁহাদের বোধ হইল দক্ষিণ দিকে দৃষ্টি-নিরোধক রেখার নিকট কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ন্যায় কোন পদার্থ দেখা যাইতেছে, অথচ মেঘের ন্যায় কোন পরিবর্ত্তন তাহাতে দৃষ্ট হইতেছে না। ক্রমে তাঁহারা অনুমান করিলেন যে উহা স্থল হইতে পারে এবং তদনুসারে সেই দিকে যাত্রা করিয়া তাঁহারা একটী জনশূন্য অরণ্যময় প্রশস্ত দ্বীপে উপস্থিত হইলেন। এই দ্বীপ মেডিরা নামে অভিহিত হইল। হেনরি এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সেখানে বাস করিবার জন্য কতকগুলি পর্টুগীজকে পাঠাইয়া দিলেন এবং তথায় রোপণের জন্য ইউরোপীয় নানাপ্রকার বীজ ও বৃক্ষ এবং দ্রাক্ষা প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত উষ্ণদেশ-সুলভ-বৃক্ষের শাখা প্রেরণ করিলেন এবং এই উপায়ে মেডিরাতে যে সকল দ্রব্যজাত উৎপন্ন হইতে লাগিল, তাহাতে পর্টুগালের বাণিজ্যেরও সাহায্য হইতে লাগিল। এই সকল সুবিধা হওয়াতে ক্রমে লোকের মনে আশা হইতে লাগিল, যে এই সকল নূতন দেশের আবিষ্কার নিতান্ত

নিষ্ফল হইবে না। এদিকে ক্রমে যত দূরে পোত সকল গমনাগমন করিতে লাগিল, ততই পর্টুগীজদের সাহস ও উৎসাহ পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল, তাহারা ক্রমে উপকূল হইতে দূরে যাইতে সাহসী হইল এবং এইরূপে তাহারা শীঘ্রই বোজাডর অন্তরীপ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইল। তখন তাহারা দেখিতে পাইল, যে আফ্রিকার সুদীর্ঘ উপকূলভাগ ক্রমাগত আটলাণ্টিকের তরঙ্গমালা দ্বারা প্রক্ষালিত হইতেছে; ক্রমে তাহারও কিয়দংশ আবিষ্কৃত হইল, এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই পর্টুগীজ পোত সকল সেনিগাল নদী ও বর্ড অন্তরীপ পর্য্যন্ত গমনাগমন করিতে সমর্থ হইল।



ফেমিঙ্গো পক্ষী।

ফ্লামিঙ্গো পক্ষী।

অপর পৃষ্ঠে যে পক্ষীর ছবি চিত্রিত হইল, ইহা এক বৃহৎ জাতীয় জলচর, উচ্চতায় ৪ ফিট অর্থাৎ প্রায় মনুষ্যের সমান। ইহা আসিয়া, আফ্রিকা, এবং আমেরিকার উষ্ণপ্রধান দেশে বাস করে। ইহার শরীরের বর্ণ পরিবর্ত্তন অতি আশ্চর্য্য। প্রথম বৎসরে ইহার শরীরের বর্ণ ধূসর থাকে, দ্বিতীয় বৎসরে উজ্জ্বলতর শুভ্রবর্ণ হয় এবং পাখা গোলাপী রঙের চিহ্নে অঙ্কিত হয়, তৃতীয় বৎসরে ইহা পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়, তখন পক্ষদ্বয় গোলাপী, পৃষ্ঠদেশ ঘোরাল লোহিত এবং কুইলের পালক গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। পক্ষীর বয়স যত বৃদ্ধি হয়, ততই এই বর্ণ সকল গাঢ়তর হয়। ইহার গ্রীবা সরু অথচ অত্যন্ত দীর্ঘ, প্রায় ২ ফুট হইয়া থাকে। ইহার পাদদ্বয়ও গ্রীবার ন্যায় দীর্ঘাকার। ইহার মস্তক ক্ষুদ্র এবং গোল, তৎসঙ্গে ৭ বুরুল লম্বা চঞ্চু সংযুক্ত আছে। উহা উচ্চ, লঘু এবং ফাঁপা, মধ্যস্থল হইতে এমনি বক্র হইয়াছে, যেন ভাঙ্গিয়া দুভাগ হইয়াছে। ইহার নীচের চঞ্চু বৃহত্তর, তাহার নীচের দিক্ অধিক বক্র। উভয় চঞ্চুর ধার করাতের মত। হাঁসের মুখের ভিতর যেমন পাতলা চামড়া আছে, ইহার চঞ্চুর নীচে সেইরূপ আছে। ইহাতে জলে চরিতে চরিতে যাহা গ্রাস করে, তাহাহইতে জল সরাইয়া ফেলিয়া খাদ্যটী মুখে সংগ্রহ করিতে পারে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য এবং জলীয় কীট ইহার খাদ্য। ইহার ঘাড় লম্বা থাকাতে আহারান্বেষণের সময় জলের মধ্যে তাহা এমন বক্র করিয়া দেয়, যে উপরের চঞ্চু নিম্নে এবং নীচের চঞ্চু উপর দিকে থাকে, উপরের চঞ্চুদিয়া মাটী ঘোলাইয়া আহার সংগ্রহ করে। ইহার জিহ্বা বৃহৎ ও মাংসল, তাহার আস্বাদন শক্তি তীক্ষ্ণ। এই পক্ষীর ডিম্ব শ্বেত বর্ণ এবং রাজহংসীর ডিম্ব অপেক্ষা বৃহৎ। ফ্লামিঙ্গো অতি আশ্চর্য্য কৌশলে এই ডিমে তা দিয়া থাকে। ইহার পা অতি দীর্ঘ হওয়াতে বসিতে পারে না, সচরাচর প্রায় এক পায় দাঁড়াইয়া থাকে। দাঁড়াইয়া তা দিবার উপায় না হইলে আর ইহার ডিম ফুটাইবার সুবিধা হয়, না এই জন্য ফ্লামিঙ্গো মঞ্চাকার মাটীর বাসা প্রস্তুত করে, তাহার গহ্বর উপর দিকে

থাকে। পক্ষী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তদুপরিস্থ ডিম্বের উপর উদ... তাহার উত্তাপে ডিম ফুটাইয়া থাকে। করুণাময় জগদীশ্বরের কি ক... যেখানে যেরূপ আবশ্যক, সেখানে সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন!

বিজ্ঞান কৌশল।

১। দুই ঠাণ্ডা তরল পদার্থ মিশিয়া কেমন গরম হয়। একটী সিসিতে দুই ভাগ সলফিউরিক আসিড বা গন্ধক দ্রাবক এবং এক ভাগ জল ঢাল এবং সিসিটী কিছুক্ষণ নাড়িতে থাক, মিশ্রিত দ্রব্যটী তৎক্ষণাৎ গরম হইয়া উঠিবে; জল ফুটিলে তাপের পরিমাণ যত হয়, ইহাতেও তত হইবে।

২য়। দুই ঘন পদার্থ যোগে তাপ উৎপন্ন হয়। (নাইট্রেট অব কপার) এক বা দুই ডেলা লইয়া গুঁড়া করিয়া জল দিয়া ভিজাও এবং পরে একটী টিনের পাতের ভিতর করিয়া শীঘ্র শীঘ্র গুটাইয়া ফেল, আধ মিনিট বা এক মিনিটের মধ্যে দেখিবে টিনের পাত হইতে ধোঁয়া উঠিবে, তৎপরে তাহা জ্বলিয়া উঠিবে এবং একটী শব্দ করিয়া ফাটিয়া যাইবে। গুঁড়া না ভিজাইলে তাপের উৎপত্তি হয় না।

৩। বায়ু সংলগ্ন হইলে এক প্রকার গুঁড়া জ্বলিয়া উঠে। একটী শক্ত অথচ তেলা নূতন ভাঁড়ে ⁄১০ দেড় ছটাক পাহাড়ে ফটকিরী এবং আধ ছটাক মধু বা চিনি ফেলিয়া দেও। এই ভাঁড়টী আগুণ তাতে রাখিয়া তন্মধ্যস্থ পদার্থ যতক্ষণ না শুষ্ক হয়, ক্রমাগত তাহা নাড়িতে থাক। পরে এই গুঁড়া একটী লম্বামুখ বোতলে পুরিয়া ঐ বোতল একটী আগুণ মালসায় রাখ, এই মালসা ছাঁকা বালীতে পূর্ণ করিয়া তাহার চারিদিকে জ্বলন্ত অঙ্গার প্রজ্জলিত কর। বোতল ৭।৮ মিনিট আগুণে থাকিয়া যখন তাহা হইতে আর বাষ্প উঠিতেছে না দেখিবে, তখন তাহা সরাইয়া লইয়া একটী ছিপি দিয়া বন্ধ কর। এই বোতল শীতল হইলে গুঁড়া ছোট ছোট বোতলে ভাল করিয়া আঁটিয়া রাখ। এই বোতল খুলিয়া তাহা হইতে কিছু গুঁড়া একখণ্ড কাগজে বা অন্য দাহ্য বস্তুর উপর রাখিলে ইহা প্রথমে নীল, পরে পাটল বর্ণ হইবে এবং কাগজ বা সেই দাহ্য বস্তুকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবে।

বিবী নাইটকে বিদায় দান।

গত ৩রা মার্চ বেনিয়াটোলা লেন ৩৫ নং ভবনে সিটীকলেজগৃহে বিবী নাইটের সম্বর্দ্ধনার জন্য বঙ্গমহিলা সমাজের একটী বিশেষ অধিবেশন হয়, তাহাতে অনেকগুলি বঙ্গীয় এবং কয়েকটী ইংরাজ পুরুষ ও রমণী উপস্থিত ছিলেন। সভ্যাগণ বিবী নাইটকে দেশীয় উৎকৃষ্ট প্রস্তর নির্ম্মিত এক প্রস্ত বাসন এবং স্বহস্ত প্রস্তুত দেশীয় নানাবিধ মিষ্টান্ন উপহার দেন। সভাপতি শ্রীযুক্তা স্বর্ণপ্রভা বসু সময়োচিত বক্তৃতা দ্বারা বিবীনাইটের গুণব্যাখ্যা ও তাহার সম্ভাবিত বিচ্ছেদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। সম্পাদিকা শ্রীমতী কাদম্বিনী বসু নিম্নলিখিত অভিনন্দন এবং কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী তাহার ইংরাজী অনুবাদ পাঠ করেন। বিবীর স্মরণার্থ দুইটী উৎকৃষ্ট সঙ্গীত রচিত হইয়াছিল, কয়েকটী সভ্য তাহা অতি সুললিতস্বরে গান করেন। বিবী-নাইট অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর দিবার সময় অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারেন নাই। বাঙ্গালী ও ইংরাজ হৃদয়ের বিনিময় ও সম্মিলনের এরূপ অপূর্ব্ব দৃশ্য আমরা আর কখন দেখি নাই।

অভিনন্দন।

মান্যতমা

শ্রীযুক্তা বিবী, জে, বি, নাইট, মহোদয়া করকমলেষু।

আর্য্যে!

আপনার স্বদেশ প্রতিগমনোপলক্ষে বঙ্গমহিলা সমাজের সভ্যগণ অদ্য আপনার প্রতি তাঁহাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের জন্য একত্রিত হইয়াছেন। তাঁহারা আপনার নিকট যে উপকার ঋণে আবদ্ধ আছেন, তাহা পরিশোধ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। এই সমাজের প্রথম সংস্থাপনাবধি আপনি ইহার উন্নতির জন্য বিশেষ যত্ন করিয়া আসিতেছেন। নিজে উপস্থিত থাকিয়া, সদুপদেশ প্রদান করিয়া এবং অর্থ সাহায্য দান প্রভৃতি বিবিধ উপায়ে আপনি সভার যথেষ্ট উপকার, এবং সভ্যাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন। যেরূপ উৎসাহ ও আগ্রহের সহিত আপনি আমাদের

সকল কার্য্যে যোগ দান করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের মনের উৎসাহানল ও আনন্দ স্রোত প্রচুর পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে।

আপনার ভারত পরিত্যাগে এই সভা একজন বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষিণী বন্ধু হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেন। আপনি যে শুদ্ধ নিজে এই দুর্ব্বল সভাকে স্নেহ-চক্ষে দেখিয়া ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, কিন্তু আপনার স্বদেশীয়া ভগিনীগণের যাহাতে ইহার প্রতি মমতা হয়, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছেন এবং সভা এক্ষণে আনন্দের সহিত বলিতে পারেন যে আপনার সে চেষ্টা অনেকাংশে ফলবতী হইয়াছে। আপনি স্বদেশ গমন করিলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইব বটে, কিন্তু আপনাকে একেবারে হারাইব না; কারণ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে আপনি স্বদেশ প্রত্যাগমন করিলেও আমাদের মঙ্গল সাধনে কখন ক্ষান্ত থাকিবেন না। আপনি যে বঙ্গবালাদিগের মঙ্গল ও উন্নতির জন্য এত বৎসর প্রাণপণে চেষ্টা পাইয়াছেন, তাহাদিগকে কখন বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। যে বঙ্গদেশীয়া ভগিনীগনের হীনাবস্থা দেখিয়া আপনার স্বাভাবিক কোমল হৃদয় ব্যথিত হইয়াছে, আপনার হৃদয় হইতে কখন মহাদেশ ও মহাসাগর ব্যবধান বশতঃ তাহাদের মূর্ত্তি মুছিয়া যাইবে না।

ঈশ্বরের নিকট আমাদের আন্তরিক প্রর্থনা এই যে তিনি রক্ষক হইয়া নিরাপদে স্বামি-পুত্র সহ আপনাকে স্বদেশে লইয়া যাউন; আপনি স্বদেশে উত্তীর্ণ হইয়া বন্ধু বান্ধবদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করুন; এবং দীর্ঘজীবিনী হইয়া পরম সুখে দিন যাপন করুন।

একান্ত বশম্বদ।

বঙ্গমহিলা সমাজ,
কলিকাতা—৩রা মার্চ্চ ১৮৮১।

শ্রীকাদম্বিনী বসু
শ্রীকৈলাস কামিনী দত্ত } সম্পাদিকা।
শ্রীস্বর্ণপ্রভা বসু সভাপতি।
ইত্যাদি।

অভিনন্দনের ইংরাজী অনুবাদ।

"Dear Madam,—This day, the members of the Bengali Ladies' Association have met together to offer you their heart-felt gratitude on the eve of your departure from India. We are unable to repay the debt of obligation you have laid us under. From the time this

..olished, you have been taking special interest ... You have materially helped this Association by your ...ce, and pecuniary aid, as well as, promoted its objects .. other means. The readiness with which you have joined ..r proceedings, and the sympathy you have always manifested ..em, have stimulated our energies, and gladdened our hearts.

On your departure from India, the Association will be deprived of the presence of one of its best and warmest friends. You not only looked upon this Association with an affectionate eye yourself, but tried your best to make other sisters of your native country interested in its welfare; and the Association is happy to say that in this attempt you have succeeded to a great extent. Though we are great losers by your leaving this country for your native land, yet our hope is that we will not altogether be deprived of your help; for our conviction is strong that you will not cease to look after the interests of this Association, even when you are in England. From what we have seen of you, it is improbable that you will ever forget the women of Bengal for whose benefit and improvement you have been trying for so many years; that the images of those sisters of Bengal whose deplorable condition has touched your tender heart can ever be obliterated from your memory, though continents and seas shall intervene between you and them.

Our heart-felt prayer is, may God be a constant guard of you and yours in the future; and may He grant you a safe voyage home. In bidding you farewell, we wish you a long, happy, useful, and prosperous career at home."

বিবী নাইটের প্রত্যুত্তর।

"Ladies,—The kind words and loving wishes you have been good enough to address to me recall some lines by one of our English Poets. I will quote them because they forcibly express my own feeling at this moment. The Poet says:—

> "I've heard of hearts unkind, kind deeds,
> With coldness still returning;
> Alas! the gratitude of men,
> Hath oftener left me mourning."

When I listen to thanks for what I have done, my regret and self-reproach are deepened that I have not done more. I regret bitterly that I did not learn your language when I was going, and could have hoped to attain the power of fluent speech. My excuse is that for half of my Indian life I was an invalid, and did not dream that I should ever be able to lead a more active life. Therefore, when the strength and the opportunity came, I was not qualified to use them, and it was too late to become so. This has greatly limited my usefulness and my enjoyment of your society.

Nevertheless I rejoice to feel that my hearty g… itself manifest.

It is true that I have felt a keen interest in your … of which I am proud to be a member, from its first … I rejoice in and congratulate you upon the progress it has … If that progress has been less rapid than some of your advis… desire, I believe it to be thoroughly sound, and I think you have shewn great judgment in waiting, until you could carry with you the hearty assent of the large majority of your members.

I must always continue to feel a vivid interest in the Association, with a very keen regret that I can no longer be present at its meetings which I have so much enjoyed. I hope that some members will correspond with me that I may feel that the bond between us is not broken by absence. I hope also to see the works issued by the Society.

I leave India with a heavy heart; it has been to me a happy home for many years, and could I choose my lot, I would stay among its people.

As it is, your images will indeed be constantly with me, and my happiest hours those in which I can be of service to the friends I leave here, struggling so bravely to help each other forward.

Other English ladies do feel a friendly interest in your efforts, and would gladly help, if they saw the way. I confidently hope that each year will see marked progress in your Association, and in your friendly relations with English women.

I shall cherish the hope, that in the course of years I may be permitted once more to visit this land, and that in the meantime you will point out to me every way in which I can be of service in that far Country.

I thank you for your loving wishes for our safe voyage and for our future welfare—wishes that, I may say for Mr. Knight as well as for myself, we heartily reciprocate towards all. "

নূতন সংবাদ।

১। রেঙ্গুণে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণতর। সম্প্রতি মনুষ্য গণনায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে তথায় ১৯,৯০০ পুরুষ ও ১২,০১৫ স্ত্রীলোক আছে।

২। পটিয়া স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক বাবু জগবন্ধু চৌধুরী মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী মুক্তকেশী চৌধুরাণী চট্টগ্রাম বালিকা স্কুলের শিক্ষয়িত্রী পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

... গবর্ণমেণ্ট ৫০ ... বয়স্ক স্ত্রী দিগের ... করিবার জন্য একটী ... করিয়াছেন। ইহারা সচরাচর ...দ্র যুবক দেখিয়া বিবাহ করিতেন, তাহাতে অনেক প্রকার অনিষ্ট ঘটিত।

৪। রুসিয়ার হত সম্রাট ২য় আলেক্জাণ্ডারের সিংহাসনে তাঁহার পুত্র ৩য় আলেক্জাণ্ডার নূতন জার বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। নিহিলিষ্ট নামক সম্প্রদায় ইহারও প্রাণ বিনাশের ভয় প্রদর্শন করিতেছে।

৫। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম ভাগলপুরের জমীদার সারদারী লাল বঙ্গমহিলা সমাজের স্ত্রীশিক্ষা বিভাগে মাসিক ১০৲ দশটাকা দাতব্য স্বীকার করিয়াছেন। ভিন্নপ্রদেশীয় এক ব্যক্তির বঙ্গীয় স্ত্রীসমাজের উন্নতি জন্য এপ্রকার সহার্য্য দান যার পর নাই উৎসাহকর।

৬। ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রধান রাজমন্ত্রী ডিসরেলী বা লর্ড বিকন্স ফিল্ড গত ১৯ এ এ... বয়সে প্রাণত্যাগ করিয়াছে...

৭। গত চৈত্র মাসে ... নিবাসী বাবু শিবচন্দ্র দেবের সহধ... সাধারণের মঙ্গলোদ্দেশে তত্রত্য গঙ্গা... কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ ঘাট নামে একটী ঘাট প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

৮। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, বামাবোধিনীর সহিত বিনিময়ে নিম্নলিখিত ইংরাজী ও বাঙ্গালা সাময়িক পত্র সকল প্রাপ্ত হইতেছি।

(1) Brahmo Public Opinion, (2) The Indian Christian Herold, (3) The East.

(১) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, (২) তত্ত্ব কৌমুদী, (৩) আর্য্যদর্শন, (৪) বান্ধব (৫) ভারতী, (৬) পরিচারিকা, (৭) খৃষ্টীয় মহিলা, (৮) আর্য্যদর্পন, (৯) সাধারণী, (১০) এডুকেশন গেজেট, (১১) ভারতমিহীর, (১২) মেদিনী, (১৩) গ্রাম বার্ত্তা প্রকাশিকা, (১৪) প্রভাতী।

বামাগণের রচনা।

নব বর্ষ।

মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতা পরমেশ্বরের ইচ্ছায় একটী বর্ষ অতিবাহিত হইয়া আর একটী বর্ষ নূতন সমাগত হইল। পৃথিবী নব বর্ষের সহিত নববেশে সজ্জিত হইয়া মানবমণ্ডলীর চিত্ত বিমোহিত করিল। যেমন জগদীশ্বর বিশ্বকে নববেশে সজ্জিত করিলেন, সেইরূপ নর-নারীর হৃদয়কেও নবভাবে পূর্ণ ও নব উৎসাহে উৎসাহিত করিতেছেন।

কাল অসীম-কালের কেহ ইয়ত্তা করিয়া উঠিতে পারে না।

...গতি ও আশ্চর্য্য নিয়ম। কত মাস, ...স্রোত মহাকালে মিশাইল, তথাপি ত কালের শেষ ...নবের প্রারম্ভে যত ব্যবসায়ী ধনী নির্ধন সকলেই ব্যস্ত, তাহ... ...রূপে যাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাহারা জ্ঞান, ধর্ম্ম, বিদ্যা সমুদয়ের মূল্য বুঝুক না বুঝুক, বৎসর বৎসর আপনাপন অবলম্বিত কার্য্য দ্বারা সময়কে লাভজনক করিবার চেষ্টা করে, ইচ্ছা করিয়া এক দিনও অলস থাকে না। কিন্তু বঙ্গীয় ভগিনীগণ কি সময়কে বৃথামোদ দ্বারা অতিবাহিত করেন না? তাঁহারা কি জানেন না, সময় লইয়াই আমাদের জীবন, সময়কে অপব্যয় করিলে ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন এবং ঈশ্বরকে অবমাননা করা হয়? অতএব ভগিনীগণ সাবধান! যেন সময়ের অপব্যয় না হয় যিনি সময়কে সুব্যবহার করিতে পারেন, তিনি জগদীশ্বরের নিকট আদরণীয় ও লোকের নিকট প্রশংসনীয় হইতে পারেন।

প্রিয় ভগিনীগণ! নিশ্চয় জানিবেন যতদিন পর্য্যন্ত পুরুষদিগের ন্যায় আপনারা প্রকৃতরূপে জ্ঞান ও ধর্ম্মের সমভাগিনী না হইবেন, ততদিন গৃহের, পরিবারের, আপনার, ও সমাজের উন্নতি ও মঙ্গল কখনই হইবে না। যতদিন আপনাদের হৃদয় হইতে কুসংস্কার অন্ধকার তিরোহিত না হইবে, ততদিন সমাজে জ্ঞানের উজ্জ্বল প্রদীপ জ্বলিবে না। যে পর্য্যন্ত আপনারা সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে না শিখিবেন, সে পর্য্যন্ত আপনাদিগের কি অপরের প্রকৃত কল্যাণ সাধনে সমর্থ হইবেন না।

হে জগদীশ্বর! তোমার দুঃখিনী কন্যাগণকে বিশেষ ভিক্ষা দান কর। যাহাতে আমরা সকলে প্রত্যহ তোমার পবিত্র নাম গ্রহণ করিয়া হৃদয়কে পবিত্র করিতে পারি, তজ্জন্য তুমি আমাদিগকে তোমার স্বর্গীয় বলে বলীয়ান কর। আমরা যেন এই নববর্ষ নির্ব্বিঘ্নে যাপন করিতে পারি, আমরা আলস্য, মিথ্যা কথা প্রবঞ্চনা ও কুসংসর্গের দিকে না যাই। সৎপ্রতিজ্ঞা অবলম্বন করি। যাহাতে সৎপথে থাকিয়া তোমার ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া চলিতে এবং ভারতমাতার মুখ উজ্জ্বল করিতে পারি নাথ সেই প্রার্থনা পূর্ণ কর। তোমার শুভ ইচ্ছা আমাদিগের জীবনে সম্পন্ন হউক।

শ্রীহেমলতা রায়।

… স্ত্রী-সঙ্গিনী, ইত্যাদি ধারা প্রায় নিষ্প্রয়োজন …পি হলি ডে ও রবিবারাদির জন্যও ধারাটী বলবৎ

…ন, "মাটির পৃথিবীতে ক্ষণভঙ্গুর-দেহ যে সকল মানুষ বা… …রিরা কোন্ ছার। যদি আমার প্রাণাধিক স্বয়ং চক্রপাণি প্রাতঃ-কালে শয্যাত্যাগ করিয়া অঙ্গার চূর্ণ কিম্বা প্রাদেশ-পরিমিত তরুশাখা দ্বারা দন্ত মার্জ্জন না করেন, মলিন বস্ত্র পরিধান করেন, রাশি রাশি আহার করেন, সকলকেই নিষ্ঠুর বাক্য বলেন, সূর্য্যোদয়ে ও অস্তকালে শয়ন করিয়া থাকেন, তবে আমি তাঁহাকেও ত্যাগ করি।" লক্ষ্মী ঠাকুরাণী যেরূপ খর মেজাজের লোক, তাহাতে সকলই সম্ভবে। আমরা জানি, কেহ কেহ হেয়ারব্রূসে একটু চা খড়ি চূর্ণ মাখাইয়া দন্ত মার্জ্জন করেন, নৈশ গ্লানি দূরীকরণার্থ এত অধিক নিদ্রাভোগ করিয়া থাকেন যে, জন্মাবচ্ছিন্নে কখন সূর্য্যোদয় দর্শন করিয়াছেন কি না সন্দেহ; বাক্য দ্বারা এমন অমৃত বর্ষণ করেন যে, ভৃত্য বা অনুগতবর্গ সম্মুখে আসিতে ভয় পায়, তাঁহারা এই আচরণগুলি স্ব স্ব গৃহলক্ষ্মী দ্বারা পাস্ করাইয়া রাখিবেন। তাঁহারা যদি বলেন, ইহাতে কোন দোষ নাই, তবে কোন ভয়ও নাই। আর ঐ সকল ব্যবহারের কোন অংশে যদি গৃহলক্ষ্মী-গণের কিছুমাত্র অসন্তোষ থাকে, তবেই বিভ্রাট্! লক্ষ্মী চঞ্চলা হইলে আজিকার সুখ-সৌভাগ্য কল্য পথের ধূলিবৎ কোথায় উড়িয়া যাইতে পারে।

যিনি নিজ চরণ ও মস্তক উত্তমরূপে ধৌত করেন, যাঁহার গৃহিণী শারীরিক ও মানসিক সৌন্দর্য্য দ্বারা গৃহের শোভা বৃদ্ধি করেন, যিনি অল্লাহারে তুষ্ট থাকেন, শয়নকালে পরিহিত বসন ত্যাগ ও পর্ব্বরজনীতে স্ত্রীর সেবা গ্রহণ করেন না; তিনি চিরকাল লক্ষ্মীছাড়া হইলেও তাঁহার প্রতি গৃহলক্ষ্মীর কৃপা হয়। যে সকল গৃহিণীর শারীরিক সৌন্দর্য্য তাদৃশ অধিক নহে, তাঁহারা যেন উপরিউক্ত বচন দ্বারা ক্ষুব্ধ না হয়েন; কেননা শারীরিক সৌন্দর্য্য জন্য কেহ দায়ী নহে, মানসিক উৎকর্ষ জন্য প্রত্যেকে দায়ী; অতএব তাঁহারা মানসিক সৌন্দর্য্য-সাধন করিয়া স্ব স্ব দায়িত্ব ঘুচাইয়া রাখিবেন।

নরকুল-হিতৈষিণী নারায়ণী আমাদিগের ... ব্যয় করিয়াছেন। আমরা যদি সস্ত্রীক হইয়া উ... ব্রত সাঙ্গ করি, তবে আমাদের কিসের ভাবনা? ... প্রিয়ম্বদ, বৃদ্ধোপসেবী, মিতবাক্, লঘুহস্ত, কার্য্যকুশল, ধা... বিদ্যা ও বিনয়াবনত, পরোপতাপবিরত, গর্ব্বশূন্য, প্রেমিক, ... দ্রুতভোক্তা, সত্য-শৌচ-ত্যাগ-শীল পুরুষ আমার অতিশয় প্রিয়।" ইহ... কোন কথাটীই নয় বলিবার নহে। কিন্তু কালসহকারে মানুষ এতই পাষণ্ড হইয়া যাইতেছে যে দৈববাণীরও খুঁত কাড়ে। কেহ বলে, ১৫ মিনিটের অধিক জলে থাকা উচিত নহে এবং দ্রুত আহার করিলে খাদ্য দ্রব্য উত্তমরূপে লালার সহিত মিলিত না হওয়ায় পরিপাকের ব্যাঘাত ঘটে। এখন আমরা কি করি? "চিরং স্নাতি দ্রুতং ভুঙ্‌ক্তে" এই দৈব ভাষায় লিখিত দৈববাণী বিশ্বাস করিব, না শবব্যবচ্ছেদী অপবিত্রদেহ শারীর-বিজ্ঞানবিদের কথা শুনিব? এ মামলাও গৃহলক্ষ্মীর এজলাসে দায়ের করিলাম, তাঁহার বিচারই শিরোধার্য্য।

জীবরাজ্য ও তাহার বিস্তার।

পুরাতন ও নূতন মহাদেশ তুলনা করিলে জীব সংস্থান বিষয়ে অনেক তারতম্য দেখা যায়। প্রথমোক্ত মহাদেশে বৃহৎকায় ও সুন্দরাকৃতি জন্তুদিগের বাস, শেষোক্ত মহাদেশে সেই এক জাতীয় জন্তুই যেন শাপভ্রষ্ট হইয়া অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও কুৎসিৎ আকারে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এইরূপ ব্যবস্থা আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। ভূগর্ভ খনন করিয়া আমেরিকা হইতে মিগাথিরিয়স, শ্লথ, আর্ম্মাডিলো প্রভৃতি বৃহদায়তন জন্তুর কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহারা আকৃতিতে হস্তী গণ্ডার অপেক্ষাও বৃহৎ। বুনস আইরিসের নিকট ঐ স্থান হইতেও বিশাল-দেহ চতুষ্পদ সকলের অস্থি বাহির হইয়াছে। ইহা দ্বারা সপ্রমাণ হয় যে এক সময়ে আসিয়া ও আফ্রিকার অরণ্যচারী বৃহৎ জীবদিগের সমতুল্য বা তদপেক্ষা বৃহত্তর জন্তু সকল আমেরিকার পৃষ্ঠে বিচরণ করিত, এক্ষণে তাহাদিগের দেহাবশেষ মাত্র বিদ্যমান রহিয়াছে।

উষ্ণপ্রধানতম হইতে হিমপ্রধানতম স্থান পর্য্যন্ত পরিদর্শন করিলে দেখা যায়, এমন অনেক জন্তু আছে যাহারা শীত বা গ্রীষ্মের একশেষ সহ্য করিয়া থাকে এবং তাহারা বন্য বা পোষিত উভয় অবস্থাতেই প্রায় সর্ব্বস্থানে দৃষ্ট হয়। গ্রাম্য কুকুর জাতীয় জন্তু সকল বন্য অবস্থায় ভারতবর্ষ, সুমাত্রা, অষ্ট্রেলিয়া, বেলুচিস্থান, নেটোলিয়া, নিউবিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য স্থান এবং উভয় আমেরিকা খণ্ডেই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। পোষা কুকুর মানুষের বিশ্বস্ত সহচর এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সর্ব্বাংশেই বাস ও বিচরণ করিতে সমর্থ। প্রাচীন মহাদেশের সমমণ্ডল (Temperate Zone) গোজাতির আদিম বাসভূমি। কিন্তু গোজাতি উত্তর হিমবৃত্তের অন্তবর্ত্তী লাপলাণ্ডে গিয়াছে এবং স্পেনীয়দিগের সহিত দক্ষিণ আমেরিকায় বিস্তৃত হইয়াছে। অশ্বও গোজাতির ন্যায় পুরাতন মহাদেশের সমমণ্ডল নিবাসী, কিন্তু ইহাও হিমপ্রধান আইসলণ্ড, জনশূন্য পাটাগোনিয়াতে বাস করে এবং বন্য অবস্থায় অরিনোকো নদীতীরে পালে পালে দৃষ্ট হইয়া থাকে। মনুষ্যের হস্তে পড়িয়া এবং মনুষ্যের অভীষ্ট সাধন করিতে গিয়া সময় সময় ইতর জন্তুদিগকে যে ক্লেশভোগ করিতে হয়, অশ্ব তাহার প্রমাণ। ভূমণ্ডল পর্য্যটক হমবোলড আমেরিকা পর্য্যটনকারী বন্য অশ্বদিগের শোচনীয় অবস্থার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেনঃ—

বর্ষাকালে সাবানাতে যে সকল অশ্ব বিচরণ করে, তাহারা যদি লানোসের উচ্চ-ভূমিতে পৌঁছিবার সময় না পায়, নদীর প্লাবনে দলে দলে জলমগ্ন হইয়া মরিয়া যায়। তরঙ্গের উপরে তৃণের যে সকল অগ্রভাগ জাগিয়া থাকে, ঘোটকী সকল বৎস সমভিব্যাহারে ভাসিতে ভাসিতে তাহাই ভক্ষণ করিতে থাকে। এই অবস্থায় কুম্ভীরেরা তাহাদিগের অনুসরণ করে। তাহাদিগের জঙ্ঘাতে এই ভীষণ জন্তুদিগের দশনাঘাত চিহ্ন অনেক সময় দেখাযায়। অধিক জল কুম্ভীরময়, নির্জ্জলস্থান এককালে মরু-প্রান্তর, এই উভয় সঙ্কট হইতে উদ্ধার হইবার জন্য আমেরিকার গো, অশ্ব ও অশ্বতর কর্দ্দমময় জলে তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া থাকে। দিনে রাত্রে আবার ক্ষুদ্র জাতীয় শত্রু ভয়ে ইহাদিগকে সশঙ্কিত থাকিতে হয়। দিনের বেলা ডাঁশ মশা ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া আক্রমণ করে, রাত্রে বৃহৎজাতীয় বাহুড়

সকল তাহাদিগের পৃষ্ঠদেশে নখর বিদ্ধ করিয়া ঝুলিতে থাকে! এই নখরাঘাতে যে ক্ষত হয়, তাহাতে এক প্রকার বিষাক্ত কীট জন্মে এবং তদ্দ্বারা অনেকের প্রাণ বিয়োগ হয়। অত্যন্ত গ্রীষ্মের সময় অশ্বতর সকল এক প্রকার কণ্টক বৃক্ষ দন্তদ্বারা চিরিয়া তাহার রসপানে তৃষ্ণা নিবারণ করে। জল-প্লাবনের সময়ে ইহাদিগকে আবার কুম্ভীর সর্প প্রভৃতি শত্রু দ্বারা বেষ্টিত হইয়া জলরাজ্যে বাস করিতে হয়। প্রকৃতির তথাপি এমনি কৌশল যে এত বিপদ ও সঙ্কটের মধ্যেও এই জীবদিগের বংশ রক্ষাপায়। জলোচ্ছ্বাস নিবৃত্ত হইলে মাঠ সকল একপ্রকার সুগন্ধি তৃণে পরিবৃত হয়, বিপদুত্তীর্ণ জন্তু সকল পরমানন্দে তাহা উপভোগ করিতে থাকে। আমেরিকার অশ্বেরা যে বন্য অবস্থাপন্ন হইল, মনুষ্যই তাহার কারণ। লাপলাণ্ডের প্রথম উপনিবেশীগণ ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে ৭২ টা ঘোটক লইয়া তথায় উপনীত হন, উপনিবেশ স্থান অল্পদিন পরিত্যাগ করিতে হওয়াতে তাহারা ঘোটক সকল পরিত্যাগ করিয়া যান। সেই ঘোটকেরা বন্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়. এবং ৪৫ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৫৮০ সালে তাহারা মাগেলান প্রণালী পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়।

গর্দ্দভ যদিও অত্যন্ত সহিষ্ণু জীব, কিন্তু ঘোটকের ন্যায় শীতাধিক্য সহ্য করিতে পারে না। সমমণ্ডলের উত্তর ভাগে অর্থাৎ ২০ হইতে ৪০ অক্ষাংশ মধ্যে গর্দ্দভ সুখে বাস করিতে পারে। ৬০ অক্ষাংশের পরে ইহার বংশবৃদ্ধি হয় না এবং ৫২ অক্ষাংশ পরে ইহা হীনদশা প্রাপ্ত হয়। মেষ ও ছাগজাতি বহুতর স্থানে বিক্ষিপ্ত, ইহারা শীত ও গ্রীষ্মের আধিক্য সহ্য করিতে পারে। জিমারম্যানের মতে মেষের আদিম জাতি উত্তর মহাদেশের পার্ব্বত্য ভূমিতে বাস করিতেছে এবং ছাগের আদিমজাতি ইউরোপ খণ্ডের উন্নত ভাগে বসতি করে। ৬৪ অক্ষাংশের নিম্নে প্রাচীন মহাদেশের সর্ব্বত্র শূকর দেখা যায়; ভারতমহাসাগরের দ্বীপসমূহে মালয়জাতি ইহাদিগকে পালন করিয়া থাকে। নূতন মহাদেশে আনীত হইয়া শূকরেরা ৫৩ উত্তর অক্ষাংশ হইতে পাটাগোনিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। আমেরিকাও ওসানিয়াতে পূর্ব্বে বিড়ালের নাম গন্ধ ছিল না, কিন্তু এক্ষণে পৃথিবীর সর্ব্বাংশেই ইহার বংশ বিস্তারিত হইয়া পড়িয়াছে। সম্পূর্ণ বন্য জন্তুর মধ্যে

১ম বিভাগে একটী বালিকা উত্তীর্ণ হইয়া ২০ টাকা
বেথুন স্কুলে বি, এ, শ্রেণী খুলিয়া
ইহার অপেক্ষা স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি
বিষয় বেথুন স্কুলের এতাদৃশ
মোটে ১০৯টী মাত্র।
স্কুলে ছাত্রীসংখ্যা
উত্তীর্ণ হইয়াছে
উচ্চশিক্ষা
ছাত্রী

। যাহাহউক তথাহইতে নিম্ন বাঙ্গালা

দেশের এই কয়েক স্থান স্ত্রী-
হিতকরী সভার সহকারিতা
অধীনে ৬৫টী বালিকা
জন উত্তীর্ণ হইয়া
জনের মধ্যে
পরীক্ষায়
নিম্ন ৩
স্ত
য়
।
ম

পরীক্ষায় ৯টী উত্তীর্ণ, তন্মধ্যে ৭টী ১ম, ও এক একটী ২য় ও ৩য় বিভাগে স্থাপিত হইয়াছে। ময়মনসিংহ জেলার ১টী নিম্ন বাঙ্গালায় ও ১টী প্রাইমারী বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। চট্টগ্রাম বিভাগে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি অনেকটা সন্তোষকর। স্কুলের সংখ্যা ১০৩ হইতে ১৩০ এবং বালিকা সংখ্যা ২৭২০ হইতে ২৮৩৮ হইয়াছে। এই উন্নতির অধিকাংশ ত্রিপুরা ও নোয়াখালিতে, চট্টগ্রামে বালিকা সংখ্যা ৪টী মাত্র বাড়িয়াছে। কমিল্লার ফৈজিন্নুসা বিদ্যালয় ইডেন স্কুলের নিম্নে পরিগণিত হইয়াছে। ইহাহইতে মধ্য বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তিতে ১জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। প্রাইমারী পরীক্ষায় এ জেলা হইতে ২১টী বালিকা উত্তীর্ণ হইয়াছে। চট্টগ্রামে ৯টী বালিকা বিদ্যালয়ে ১৮০টী ছাত্রী। প্রাইমারী পরীক্ষায় ৭জন উত্তীর্ণ হইয়াছে, তন্মধ্যে ২টী ১ম শ্রেণী ও ১টী ৩য় বিভাগে স্থাপিত হইয়াছে। নোয়াখালিতে ২২টী বালিকা বিদ্যালয়, প্রাইমারী পরীক্ষায় ৫টী বালিকা উত্তীর্ণ হইয়াছে।

পাটনা বিভাগে ২২৯ হইতে বালিকা বিদ্যালয় সংখ্যা ২৬৫ হইয়াছে। বালক বিদ্যালয়ে ছাত্রীসংখ্যা ৯০০ হইতে ১৮৭০ হইয়াছে, ইহার মধ্যে এক দরভাঙ্গার ছাত্রীসংখ্যা ১৩৮০, ইহা আশার অতীত বলিতে হইবে।

ভাগলপুর বিভাগে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির পরিবর্ত্তে হীনাবস্থাই দৃষ্ট হয়। ছাত্রী সংখ্যা পূর্ব্ববৎসরে ৭২৭ ছিল, ৬৩০ হইয়াছে। ১টী নিম্ন ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। ছোটনাগপুরে ৫০০ ছাত্রী শিক্ষা করিতেছে।

উড়িষ্যার ছাত্রীসংখ্যা ৮২১ ছিল, ৮৮৩ হইয়াছে। বালেশ্বরে ১টী বালিকা নিম্ন বাঙ্গালা ও ৬টী প্রাইমারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। বালেশ্বর কটক ও পুরীতে ক্রমান্বয় ২৫৫, ১৪৪, ও ৩০টী পাস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

ইনস্পেক্‌ট্রেস বিবী হুইলারের প্রদত্ত বিবরণ অনুসারে অন্তঃপুরে ১৯৪৩টী স্ত্রীলোক শিক্ষা লাভ করিতেছেন। কয়েকটী খৃষ্টীয় সভার নিযুক্ত শিক্ষায়িত্রী দ্বারা ইঁহাদিগের শিক্ষা কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছে, ইঁহাদের শিক্ষার অবস্থা অতি হীন বলিতে হইবে। ন্যাসন্যাল ইণ্ডিয়ান আসো-সিয়েশন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়া অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার সহায়তা করিতেছেন, শিক্ষা বিবরণে তাহার উল্লেখ হওয়া উচিত ছিল।

আমেরিকা আবিষ্কার।

(২০৫ সংখ্যা, ৩০৩ পৃষ্ঠার পর)

পর্টুগীজদিগের দ্বারা নূতন নূতন দেশাবিষ্কারের কথা শুনিয়া নানা দেশীয় নাবিকগণ তাহাদের জাহাজে কার্য্য করিবার জন্য পর্টুগালে আসিয়াছিল। জেনোয়া রাজ্যের অধিবাসী ক্রষ্টফার কলম্বস্ তাহাদের মধ্যে এক জন। তাঁহার জন্মের স্থান ও কাল বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করা যায় না। এই পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে যে তিনি সম্ভ্রান্তবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ নানা দুর্ঘটনাবশতঃ অত্যন্ত দরিদ্র হইয়া পড়েন এবং জীবন-যাত্রার জন্য নাবিকের কার্য্য আরম্ভ করেন। কলম্বসের বাল্যশিক্ষা তদনুরূপই হইয়াছিল। একেত নাবিকের কার্য্যের দিকে তাঁহার স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল, তাহাতে আবার শিক্ষার সাহায্য ও গুরুজনের উপদেশ ও দৃষ্টান্ত। তিনি এত উৎসাহ ও যত্নের সহিত ভূগোল, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্র শিক্ষা করিলেন যে অতি অল্প কালের মধ্যে তাহাতে ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন। এইরূপে শিক্ষিত হইয়া তিনি চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার ভবিষ্যৎ খ্যাতির মূলস্বরূপ নাবিকের জীবন আরম্ভ করিলেন। তাঁহার স্বদেশীয় নাবিকগণ ভূমধ্য সাগরের যে সকল বন্দরে গতিবিধি করিত, তিনি প্রথম প্রথম কেবল সেই সকল স্থানেই গমন করিতেন। কিন্তু তাঁহার প্রশস্ত হৃদয় এত সঙ্কীর্ণ স্থানের মধ্যে বদ্ধ হইয়া অধিক দিন থাকিতে পারিল না। তিনি আরও অধিক দূর গমন করিতে প্রয়াসী হইয়া আইসলণ্ড যাত্রা করিলেন ও তাহার উপকূল ভাগ পরিদর্শন করতঃ তাহার উত্তরে কিয়দ্দূর গমন করিলেন। এই যাত্রায় তাঁহার ধনবৃদ্ধি হয় নাই বটে, কিন্তু কৌতূহল চরিতার্থ হইয়াছিল ও কিয়ৎপরিমাণে জ্ঞান বৃদ্ধি হইয়াছিল বলা যাইতে পারে। এই যাত্রা হইতে প্রত্যাগমনের পর তিনি স্ববংশীয় কলম্বস্ নামা এক জন বিখ্যাত নাবিকের অধীনে কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার নিকট তিনি অনেক দিন কার্য্য করিয়াছিলেন এবং সাহস ও অভিজ্ঞতার যথেষ্ট পরিচয়

দিয়াছিলেন। একদা পর্টুগালের নিকট কতকগুলি দিনামার পোতের সহিত তাঁহাদের যুদ্ধ হয়, তাহাতে তিনি যে পোতে ছিলেন তাহাতে অগ্নি লাগিয়া যায়। কলম্বস্ সেই সময় জীবন রক্ষার জন্য সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন এবং একটা দাঁড় অবলম্বন করিয়া তিন ক্রোশ সন্তরণের পর কূলে উপনীত হইলেন।

কিয়দ্দিবস বিশ্রামের পর তিনি লিস্‌বন যাত্রা করিলেন। এখানে তাঁহার স্বদেশীয় অনেক নাবিক অবস্থিতি করিতেন। তাঁহারা তাঁহার নৈপুণ্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে তথায় বাস করিতে পরামর্শ দিলেন, কারণ সেখানে তাঁহার গুণের পরিচয় দিবার যথেষ্ট সুবিধা ছিল। তিনি তাঁহাদের কথায় সম্মত হইলেন ও একটা পর্টুগীজ মহিলাকে বিবাহ করিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই বিবাহে তাঁহার সমুদ্রযাত্রার কোন ব্যাঘাত হওয়া দূরে থাকুক বরং আরও সুবিধাই হইয়াছিল। যুবরাজ হেন্‌রি যে সকল বহুদর্শী নাবিককে তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার পত্নী তাঁহাদিগেরই এক জনের কন্যা। তাঁহার পিতাই মেদিরা ও পোর্টোসান্টো আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কলম্বস্ তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত ও মানচিত্র সকল মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার ঐ সকল দেশ দেখিবার বাসনা বলবতী হইয়া উঠিল। তিনি মেদিরা, আজোর্স, কানেরি দ্বীপ ও গিনি উপনিবেশ সকলে গমন করিলেন এবং তথায় কয়েক বৎসর ধরিয়া বাণিজ্যে নিযুক্ত রহিলেন।

এই সকল দেশে গতি বিধি নিবন্ধন ক্রমে তাঁহার অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি ক্রমে ইউরোপের এক জন প্রধান নাবিক হইয়া উঠিলেন। তাঁহার কৌতূহল বৃত্তি ও চিন্তাশক্তি অতিশয় বলবতী ছিল। পর্টুগীজেরা যে বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আবিষ্কার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল ও যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল, তদ্বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল, যে আবিষ্কার কার্য্যের আরও উন্নতি করা যাইতে পারে, এবং আরও নূতন নূতন স্থান সকল আবিষ্কৃত হইতে পারে।

সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে যাওয়াই তখনকার লোকদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। বর্ড অন্তরীপ আবিষ্কারের পর হইতে অনবরত এই চেষ্টাই চলিতে

ছিল। কিন্তু আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূল বেষ্টন করতঃ ভারতবর্ষে যাইবার আশায় ক্রমাগত দক্ষিণ মুখেই যাওয়া হইতেছিল। এই পথ তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই এবং যদিও পথ পাওয়া যায়, তথাপি সেই পথ অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষে যাইতে এত সময় লাগিবার সম্ভাবনা, যে তাহা তখনকার লোকের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর ও অনিশ্চিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। নন্ অন্তরীপ হইতে বিষুবরেখা পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিতে অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক লাগিয়াছিল, অবশিষ্ট পথ বাহির করিতে আরও কত সময় লাগিবে তাহার স্থিরতা ছিল না। এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া কলম্বসের মনে হইতে লাগিল, পশ্চিমদিক্ দিয়া আরও সহজে ভারতবর্ষে যাওয়া যায় কি না। তাঁহার নিজের বহুকালসঞ্চিত জ্ঞান, প্রাচীন-দিগের এতৎ সম্বন্ধে অনুমান, এবং তদানীন্তন নাবিকদিগের মত বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিতে করিতে তাঁহার স্থির সিদ্ধান্ত হইল যে আটলাণ্টিক পার হইয়া যাত্রা করিলে ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন প্রদেশে নিশ্চয়ই উপস্থিত হওয়া যায়।

নানাযুক্তির বশবর্ত্তী হইয়া কলম্বস্ এই অশ্রুতপূর্ব্ব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ পৃথিবীর গোলত্বের বিষয় তখনকার লোকে জানিত এবং পৃথিবীর পরিমাণও কতক কতক স্থির হইয়াছিল। ইহাতে স্পষ্ট জানা গিয়াছিল যে তখন আসিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার যে অংশ আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহা পৃথিবীর অতি সামান্য অংশ। দ্বিতীয়তঃ তাঁহার মনে হইল যে পৃথিবীর অবশিষ্ট অনাবিষ্কৃত বিস্তীর্ণ অংশ যদি কেবল সমুদ্রজলে পরিপূর্ণ ও মনুষ্যবাসের অযোগ্য হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের জ্ঞান ও দয়ার খর্ব্বতা হয়। অবশ্যই সেখানে স্থল আছে, তাহা মনুষ্য ও জীবজন্তুতে পূর্ণ। তৃতীয়তঃ ইহাও সম্ভব যে একদিকে যেমন বিস্তীর্ণ স্থলভাগ আছে, তাহার সামঞ্জস্যের জন্য অপর দিকেও উপযুক্ত পরিমাণে স্থলভাগ আছে। পৃথিবীর আকার ও বিস্তার হইতে যে সিদ্ধান্ত স্থির হইল, তদানীন্তন লোকদের অনুমান তাহার সাহায্য করিল। একজন পর্টুগীজ নাবিক পশ্চিমদিকে অন্যান্য নাবিক অপেক্ষা অধিকদূরে গমন করিয়া ভাসমান একখণ্ড কাষ্ঠ পাইয়া দেখিল তাহাতে নানারূপ কারুকার্য্য রহিয়াছে। তখন পশ্চিম দিক্

হইতে বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল, এইজন্য তাঁহার বিশ্বাস হইল যে তাহা আট্লাণ্টিকের পর পারস্থ কোন অজ্ঞাত দেশ হইতে আসিয়াছে। কলম্বসের একজন আত্মীয়ও মেদিরা দ্বীপের নিকট সেইরূপ খোদিত একখণ্ড কাষ্ঠ পাইয়াছিলেন এবং তাহাও পশ্চিম বায়ুকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া আসিয়াছিল। অনেকদিন পশ্চিম বায়ু প্রবাহিত হইলে আজোর্স দ্বীপের উপকূলে অনেক উৎপাটিত বৃক্ষ আসিয়া লাগিত এবং একবার দুইজন মনুষ্যের মৃতদেহ ভাসিয়া আসিয়াছিল। তাহাদের আকার ইউরোপ কি আফ্রিকার লোকের মত নহে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন প্রাচীন গ্রীক লেখকের ও ইউরোপের বিখ্যাত পর্য্যটক মার্কোপোলোর বর্ণনায় লোকের বিশ্বাস হইয়াছিল যে ভারতবর্ষ পূর্ব্বদিকে বহুদূরবিস্তৃত। ইহাহইতে কলম্বস্ এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে পৃথিবী যখন গোলাকার তখন অবশ্যই ভারতবর্ষ যত পূর্ব্বদিকে বিস্তৃত হইয়াছে, ততই আফ্রিকার নিকটবর্ত্তী হইয়াছে এবং বোধ হয় আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের দ্বীপ সমূহ হইতে ভারতবর্ষ অধিক দূরে নহে। কোন কোন প্রাচীন পণ্ডিতের মতেও ভারতবর্ষ ইয়ুরোপের পশ্চিম উপকূলের নিকটবর্ত্তী। এই সকল বিষয় বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া তদানীন্তন পণ্ডিতদিগের মত জানিবার জন্য ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে ফ্লরেন্স্ নগরীর পল্ নামক একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও চিকিৎসককে তাঁহার সমস্ত যুক্তি প্রদর্শন করেন। তিনি তাঁহার যুক্তির যাথার্থ্য স্বীকার করিয়া, তাহার প্রমাণ স্বরূপ আরও অনেক ঘটনার উল্লেখ করেন এবং দৃঢ়তার সহিত এই উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করিবার জন্য কলম্বসকে বিশেষ উৎসাহিত করেন।

দেশভ্রমণ।

ভেরসেইল (Versailles).

বামাবোধিনীতে ইতিপূর্ব্বে পারিস নগরের যে বিবরণ লিখিত হইয়াছে, তাহাতেই ইয়ুরোপ মধ্যে যে সেটি একটী অতি সুন্দর স্থান, পাঠিকাগণ তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। সম্প্রতি পারিস ছাড়িয়া তথা হইতে ৬ ক্রোশ দূরবর্ত্তী মনোরম উদ্যান ও সম্রাট্ ভবন ভেরসেইল সহরের বিষয় কিছু উল্লেখ

করা যাইতেছে। চতুর্দ্দশ লুইর সময় হইতে গতবৎসর পর্য্যন্ত প্রায় দ্বিশত বৎসর ব্যাপিয়া এইস্থান ফরাসিস্ সম্রাটদিগের বাসস্থান ও প্রতিনিধি সভার অধিবেশন স্থান ছিল। ফরাসিস্ সম্রাট বিশেষত চতুর্দ্দশ লুই, তাঁহার পরবর্ত্তী রাজগণ ও স্বয়ং নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ইয়ুরোপের নানাস্থান জয় করিয়া লুণ্ঠিত দ্রব্য সকল এইস্থানে আনিয়া স্থাপিত করেন। অসংখ্য মুদ্রা ব্যয় করিয়া সুনিপুণ কারুগণ কর্ত্তৃক বৃহৎ প্রাসাদ ও উদ্যান প্রস্তুত হইয়াছে। কেবল সম্রাট লুই ইহাতে এক সহস্র মিলয়ান ফ্রাঙ্ক অর্থাৎ প্রায় ৫০ কোটী টাকা ব্যয় করিয়াছেন। এই উদ্যান প্রস্তুত করিবার জন্য এক সময় ষট্‌ত্রিংশ সহস্র লোক নিযুক্ত হইয়াছিল। এ স্থানেই ১৭৮৯ খ্রীঃঅব্দে ফরাসিস বিদ্রোহিতার স্ফুলিঙ্গ জ্বলিয়া উঠে ও তন্নিবন্ধন লুই ষোড়শ হত হন। লুই ফিলিপ প্রাসাদের কিয়দংশে ঐতিহাসিক ঘটনার স্মরণচিহ্ন সম্বলিত এক চিত্রশালিকা স্থাপিত করেন। যে প্রথম নেপোলিয়ন বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে ইয়ুরোপের নানা স্থানে বিজয়পতাকা প্রতিষ্ঠা করিয়া বার্লিন নগর বীরদর্পে আক্রমণ করিয়াছিলেন, সময়ে আবার তাঁহার রাজধানীর কি অবস্থা হইয়াছিল, ভাবিলে ঐহিক বীরত্ব ও গৌরব কত নশ্বর, তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৮৭০ অব্দে ফরাসি ও প্রুসিয়ার যুদ্ধে এই রাজপ্রাসাদ জর্ম্মণ সৈন্যদিগের চিকিৎসালয় রূপে পরিণত হয়। এখানেই অন্য একটি চিরস্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনা সংসাধিত হয়। ১৮৭১ খৃঃঅব্দের ১৮ই জানুয়ারি প্রুসিয়ার রাজা সমগ্র জর্ম্মণ দেশের সম্মতিক্রমে সম্রাট বলিয়া পরিগণিত হইলেন। সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ও প্রুসিয়া এক রাজছত্রের অধীন হইল।

ভেরসেইলের অধিবাসী সংখ্যা ৬২,০০০ হাজার হইবে। সকল দেশের ভ্রমণকারীরাই এখানে রাজপ্রাসাদ, চিত্রশালিকা ও উদ্যান দেখিতেই আসিয়া থাকেন। নগরে প্রবেশ করিলেই সুপ্রশস্ত রাজপথ ও তৎপার্শ্বস্থ সুসজ্জিত বৃক্ষাবলী দৃষ্ট হয়।

রাজপ্রাসাদ—প্রবেশ করিতেই দক্ষিণ দিকে ভজনালয় ও তৎপরে প্রতিনিধি সভার গৃহ। বৎসর দুই হইল, প্রতিনিধি মহাসভা পারিস নগরে উঠিয়া আসিয়াছে। রাজপ্রাসাদ এত বিস্তীর্ণ ও তথায় দেখিবার এত

জিনিষ আছে, যে তাহা সংক্ষেপে লিখিয়া উঠা যায় না। নিম্নতল গৃহে ঐতিহাসিক ঘটনাসম্বন্ধীয় ফ্রান্সের পূর্ব্ব সময় হইতে নেপোলিয়নের সময় পর্য্যন্ত যোদ্ধৃবীর ও যুদ্ধ ঘটনার সকল বৃত্তান্ত চিত্রপটে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। ফরাসী লোকেরা অনায়াসেই তত্তাবৎ দর্শন করিয়া জাতীয় গৌরবের অহঙ্কার করিতে পারেন।

উপরিতল গৃহে চতুর্দ্দশ লুই, লুই ফিলিপ প্রথম নেপোলিয়ন প্রভৃতির রাজত্ব কালে যে সকল ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, সে সমুদয় বিখ্যাত চিত্রকর কর্ত্তৃক চিত্রিত হইয়া আছে, তদ্ভিন্ন রাজাদের বৈঠকখানা, শয়নমন্দির, দরবার গৃহ প্রথম অবস্থায় যেরূপ সজ্জিত থাকিয়া দর্শকগণের মনোরঞ্জন হইয়াছিল, এখনও তদ্রূপ হইয়া রহিয়াছে। একবার নয় বারবার দেখিয়াও দর্শকদিগের নয়ন তৃপ্ত হয় না। যদিও তিন বৎসরের অধিক হইল, যে স্থান দেখিয়া আসিয়াছি, তত্রাপি সে সকল দৃশ্য, বিশেষতঃ প্রথম নেপোলিয়নের বিবাহ-মণ্ডপ চিত্র প্রভৃতির শোভা এখনও বিশেষ রূপে মানস পটে প্রতিভাত আছে। ইয়ুরোপের নানা স্থান পরিদর্শন করিয়া বলিতে হয় ফরাসিদিগের চিত্রশালিকার মত মনোরম স্থান আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না।

রাজ-উদ্যান—প্রাসাদের পশ্চাৎ দিকে একশত হইতেও অধিক প্রস্তর-নির্ম্মিত সোপান, তৎপরেই বাগান আরম্ভ হইয়াছে। এক স্থানে বহু যত্নে বার শতেরও অধিক লেবু বৃক্ষ রোপিত হইয়া আছে। একটী বৃক্ষ চারি শত বৎসরেরও অধিক সময় হইল জীবিত আছে। রাস্তা গুলি অত্যন্ত প্রশস্ত ও দীর্ঘ, দুই দিকের বড় বড় বৃক্ষ পরস্পর উপর্য্যুপরি সংযোজিত হওয়াতে আকাশ আর দেখা যায় না। নীচে বেড়াইলে বেশ শীতল বোধ হয়। একটী বৃহৎ হ্রদ ও অনেক ফোয়ারা আছে। হ্রদে নেপচুন প্রভৃতির প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে। সাধারণতঃ মে হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত এই সময় মধ্যে মাসের শেষ রবিবার ফোয়ারা সকলের খেলা হইয়া থাকে, জল চালাইতে প্রতিবার ৬ হাজার টাকা ব্যয়িত হয়। একেবারে উদ্যানের নানা দিক হইতে ফোয়ারা খেলিতে আরম্ভ হয়। তন্মধ্যে একটি জায়গায় অনেক লোকের জনতা হয়, তথায় প্রায় ৫০টী ফোয়ারা আছে, একটির জল ৬০ হাত উর্দ্ধ উঠিয়া থাকে, ও একেবারে জল ফেলিতে থাকে। সহস্র

সহস্র লোক চতুর্দ্দিক হইতে এ স্থানে, এ উপলক্ষে আগমন করে। ২০ মিনিট পর্য্যন্ত একটী পুকুরের মধ্যভাগ ও চতুর্দ্দিক হইতে এক বড় ফোয়ারা খেলিতে থাকে। বাগানের মধ্যে কোথায়ও দূর্ব্বাদলরঞ্জিত স্থান বা নানা রঙ্গের পুষ্প বাটিকা দর্শকের মনোরঞ্জন করিয়া থাকে। আবার তথায় সৈনিক বাদ্যযন্ত্রের একতানও বাজিয়া থাকে। ফলতঃ একটী দিন ভেরসিলিসের উদ্যান হ্রদ ও পুষ্প-বাটিকা ভ্রমণ করিলেও মন বড়ই তৃপ্ত হয়। অনেক পাঠিকা বোধ হয় মৃত কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের চতুর্দ্দশ পদী কবিতাবলীতে এ স্থানের সৌন্দর্য্যের বিষয় পাঠ করিয়াছেন। আমরা এক দিন তথায় সমস্ত দিন অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যা সময়ে নানা বাগানের ভিতর দিয়া পারিসে প্রত্যাগমন করি। আগষ্ট মাসে, পারিসের নিকটবর্ত্তী স্থান গুলি প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ থাকে। একই সুন্দর বিধাতার কারুকার্য্য পৃথিবীর নানা স্থানকে শোভমান করিয়া তাঁহার মঙ্গল হস্তের পরিচয় দিতেছি! (ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। বর্ত্তমান বর্ষের জন্য বঙ্গ-মহিলা সমাজের কার্য্যনির্ব্বাহার্থ নিম্নলিখিত মহিলাগণ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন। সভাপতি শ্রীযুক্তা স্বর্ণপ্রভা বসু। সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা সুবর্ণপ্রভা বসু ও গিরিজাসুন্দরী বন্দ্যোপাধ্যায়।

২। গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা পুনঃ স্থাপনে মহাত্মা লর্ড রিপণকে ধন্যবাদ দিবার জন্য টাউনহলে যে বৃহৎ সভা হয়, তাহাতে ৬টী বঙ্গ মহিলা উপস্থিত ছিলেন। রাজনৈতিক আন্দোলনে আমাদিগের স্ত্রীলোকদিগের প্রকাশ্য ভাবে যোগ দিবার এই প্রথম দৃষ্টান্ত। আমরা আশা করি এরূপ শুভ দৃষ্টান্তের আধিক্য হইবে। এইরূপ দেশ-হিতকর কার্য্যে আমাদিগের অনেক রমণীর হৃদয়ের যে সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে, তাহার আর একটী প্রমাণ এই; মহারাণী স্বর্ণময়ী এক লিপি দ্বারা উক্ত সভা আহ্বানকারী ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশনকে অবগত করেন যে ইহাতে উপস্থিত হইবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল, কেবল দেশাচারের প্রতিবন্ধকতায় তাহা সফল করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইলেন।

৩। বোম্বাইয়ের গবর্ণরের পত্নী লেডী ফর্গুসনের মৃত্যুতে তত্রত্য হিন্দুরমণীগণ এক সভা করিয়া তদীয় কন্যা কুমারী ফর্গুসনকে এক শোক-সূচক পত্র লিখিয়াছেন। এরূপ সহানুভূতি প্রদর্শন অত্যন্ত আনন্দকর।

বামাগণের রচনা।

সংসার।*

আমি কখনও কোন সভায় প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠ করি নাই; অদ্য এই প্রথম চেষ্টা। আমি নিশ্চয় জানি যে আমার এই অসম্পূর্ণ প্রবন্ধ পাঠে কাহারও বিশেষ কিছু উপকার কিম্বা জ্ঞাতি-সুখ হইবে না। তবে যে আজ এই গুরুতর বিষয় লিখিতে লেখনী ধারণ করিলাম, ইহা কেবল এই সভার অনুমতিক্রমেই বলিতে হইবে। একে মনে ভাল ভাব নাই, তাহার উপর আবার ভাব প্রকাশ করিবার শক্তিও নাই, তাই আপনাদের নিকট আমার বিনীত নিবেদন যে আমার এই অসম্পূর্ণ প্রবন্ধ পাঠে আপনারা বিরক্ত না হইয়া আমাকে স্নেহ গুণে ও সরল মনে ক্ষমা করিবেন।

করুণাময় পরমেশ্বর মনুষ্যকে সামাজিক জীব করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। সংসারে মানুষ প্রথমে সামাজিকতা শিক্ষা করে; আমরা সেই সামাজিক মনুষ্য এবং সংসারী। যদি সংসারী হইলাম, তবে সংসারসম্বন্ধে আমাদের কি কি জানা আবশ্যক এবং সংসার কি প্রকারে সুন্দর করা যায় এতৎবিষয় আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

ভগ্নীগণ! আসুন আজ সিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরের পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া এই বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হই।

সংসার অনিত্য, অসার, ও শোক দুঃখে পূর্ণ; যাহা কিছু দেখিতেছি সকলই মায়া, এই মতটী আমাদের দেশে অনেক দিন হইতে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে; এই মতের দ্বারা আমাদের দেশের বিশেষ অমঙ্গল ঘটিয়াছে। একেত পরাধীনতা, তাহার উপর এই মত! আর কি মনুষ্যের উদ্যম উৎসাহ

* বঙ্গমহিলা-সমাজের ১০ই ফাল্গুনের আলোচনা-সভায় শ্রীযুক্তা গিরিজাসুন্দরী বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক পঠিত।

এবং কার্য্যকারিতার শক্তি থাকিতে পারে ? এই জন্য আমাদের দেশের এত দুরবস্থা! 'ধর্ম্ম করিতে গেলে সংসার ছাড়িতে হয় এবং সংসার করিতে হইলে ধর্ম্ম রক্ষা হয়না, এই দেশের প্রচলিত মত। এখন আমরা এই সকল মতকে ভ্রম বলিয়া মনে করি, বর্ত্তমান সময়ে আমরা এই বিশ্বাস করি যে সংসারের সঙ্গে ধর্ম্মের অতি নিগূঢ় সম্বন্ধ। সংসারে থাকিয়াই আমরা ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিব এবং সৎকর্ম্মশীলা হইব।

সংসারে দয়া, প্রীতি, স্নেহ, ভালবাসা এবং পবিত্রতা শিক্ষা করিতে হইবে। যতই এই সকল বিষয় আলোচনা করিব এবং জীবনে লাভ করিতে চেষ্টা করিব, ততই ধর্ম্মের উজ্জ্বলতা প্রত্যক্ষ করিয়া জীবনকে কৃতার্থ করিতে পারিব। এইভাবে সংসারকে দেখিলে আমরা কত সুখ শান্তি লাভ করিতে পারিব। যে সংসারে রাগ নাই, প্রফুল্লতা আছে, হিংসা নাই সদ্ভাব আছে, মিথ্যাচরণ নাই সত্যনিষ্ঠা আছে, সেই সংসারই প্রকৃত সংসার; যে সংসারে সত্যনিষ্ঠা, জ্ঞান ধর্ম্ম এবং মান সম্ভ্রম বর্ত্তমান, সেই সংসারই সুন্দর; পুণ্য পবিত্রতা সেই সংসারে বিরাজ করে। যত দিন না আমরা নিজের সংসারকে এইরূপ সুন্দর করিতে পারিব, তত দিন আমরা প্রকৃত সুখী হইতে পারিব না। সংসারী হইয়াও সকল সময় সংসারের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিতে পারি না। যদি নির্জ্জনে চিন্তা করিয়া জীবনের প্রত্যেক ঘটনা স্মরণ করি, তাহাহইলে বুঝিতে পারিব যে, আমরা কত সময় কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করিয়া সংসার ধর্ম্মের অবমাননা করিয়া থাকি। আমরা চিন্তাশূন্য ও কর্ত্তব্যভাবশূন্য হইয়া কি অনেক সময় সংসার কার্য্য করিয়া থাকি না? "নির্জ্জনে আপনার হিত চিন্তা করিবে" এই উপদেশটী ধর্ম্ম সম্বন্ধে যেমন পালনীয়, সংসার সম্বন্ধেও তেমনি। জীবনে যদি সংসার ধর্ম্ম রক্ষা করা চাই, তাহা হইলে আমাদের কতক গুলি সৎগুণ শিক্ষা করিতে হইবে। সেই সৎগুণ গুলি কি, তাহা সকলেই জানেন; কিন্তু কিরূপে শিক্ষা করিতে হয়, তাহা আমরা সকল সময় বুঝিতে পারিনা। দয়া ভক্তি ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, এবং বিনয় প্রভৃতি কতক গুলি অতি উৎকৃষ্ট গুণ আছে, এই গুলি আমরা আমাদের জীবনের মূলে গ্রথিত করিয়া লইতে পারিলে সংসার পথে চলিবার সময়

কোন প্রতিবন্ধকতা ঘটিতে পারে না, যখন যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব, তখন তাহাতেই সুফল লাভ করিতে পারিব।

তবে আসুন আর বিলম্ব না করিয়া আমরা সংসার মধ্যে যে সকল সৎগুণ চিরপ্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাদ্বারা জীবন গঠন করিয়া সংসারকে সুন্দর করিতে চেষ্টা করি! দেখিব ইহা কেমন সুখের স্থান, পবিত্র স্থান ও শান্তির স্থান! দুঃখী হই সংসারেই সুখ অন্বেষণ করিব, শান্তিবিহীন হই সংসারেই পুণ্যকামনা করিব এবং অহঙ্কারী হই সংসারে বিনয়ী হইব; এই সকল স্বর্গীয় জিনিস্‌গুলি যত্ন করিয়া জীবনে লাভ করিতে পারিলে আমাদের প্রত্যেক সংসার সুন্দর করিতে পারিব এবং সুখানুভব করিতে পারিব।

সংসার সুন্দর করিতে হইলে একদিকে যেমন কতক গুলি উৎকৃষ্ট
গুণ শিক্ষা করিবার প্রয়োজন, তেমনি অন্য দিকে কতক গুলি কু-অভ্যা[illegible]
দূর করা আবশ্যক। আমরা পরিশ্রমে বিমুখ অথবা আল[illegible]
এবং দিবসে নিদ্রা যাইতে অভ্যাস করিলে সংসারকে [illegible]
ভাল করিতে পারিব না। যাহাতে পতি পুত্র কন্যা[illegible]
সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করা যায়, এবং সং[illegible]
করা যায়, তজ্জন্য সকলের[illegible]
কার্য্য সম্বন্ধে উদাসীন, [illegible]
সংসার সুন্দর করা [illegible]
যে সংসারে বাম[illegible]
প্রিয় হইয়া স[illegible]
ভাব দেখায়া[illegible]
রক্ষিত হয়, [illegible]
যেখানে [illegible]

সংসারের আয় ব্যয়ের হিসাব উত্তমরূপে রাখা আবশ্যক। আয় বুঝিয়া ব্যয় করিলে সংসারে কোন প্রকার অনাটন উপস্থিত হয় না। সকলেরই ভাল খাইব, ভাল পরিব মনে হইতে পারে, কিন্তু আয়ের প্রতি দৃষ্টিপূর্ব্বক কর্ত্তব্যজ্ঞান চালনা করিয়া যদি সুব্যবস্থা মতে ব্যয় করা হয়, তাহাহইলে ভাল পাইলাম না, ভাল পরিলাম না বলিয়া মনে কষ্ট পাইতে হয় না, এইরূপ অনেক পরিবার অন্যায় ব্যয় করিয়া ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন এবং অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছেন, এমন কি আজ গত হইলে কাল কি খাইবেন এমন সংস্থান নাই, ইহা বড় আক্ষেপের বিষয়। বর্ত্তমান সময় আমাদের উপর এই সম্বন্ধে যে সকল অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে, আমরা কি বলিতে পারি যে তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা? এইরূপ বলিতে পারিলে বড় সুখী হইতে পারিতাম, কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে আমাদের মধ্যে এই সম্বন্ধে অবিবেচনার দৃষ্টান্ত
...ান্ত কম নয়। আমি এই বিষয় অধিক বলিতে চাই না; আমার এই
...েন এতৎ বিষয়ের উপর আমাদের সকলের দৃষ্টি নিপতিত হয়।
...চিকিৎসা বিষয়ে আমাদের কথঞ্চিৎ পরিমাণে অভিজ্ঞতা
...। পূর্ব্বকালের গৃহিণীদের এ বিষয়ে বিশেষ বহুদর্শিতা
...অত্যন্ত শৈথিল্য ভাব দৃষ্ট হয়।
...মন্ন অসুখেই চিকিৎসকের
...াহারা সেইরূপ অসুখকে
...র্থ নষ্ট অপর দিকে
...কছু কিছু ব্যবস্থা

...রিয়া লইতে
...দেশ্যবিহীন

সূচী।

কলিকাতা

[illegible] নং রঘুনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও

শ্রী [illegible] কর্ত্তৃক [illegible] লেন ৯নং ভবন

বামাবোধিনী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

মূল্য চারি আনা।

নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীটে সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে পাওয়

বামাবোধিনী পত্রিকা সংক্রান্ত কয়ে

বিশেষ নিয়ম।

১। এই পত্রিকার মূল্য অগ্রিম দেয়। প্রথম ৩ মাসের মধ্যে বার্ষিক বা ষাণ্মাষিক অগ্রিম মূল্য প্রদত্ত না হইলে প্রতি খণ্ডের হিসাবে মূল্য গৃহীত হইবে।

২। মফঃস্বলস্থ নূতন গ্রাহকদিগের নিকট হইতে ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম মূল্য প্রাপ্ত না হইলে অথবা পুরাতন গ্রাহকগণের বাকী মূল্য প্রদান করিতে এক মাসের অধিক বিলম্ব হইলে পত্রিকা প্রেরিত হইবে না।

৩। যাঁহারা এই পত্রিকার গ্রাহক হইতে, ইহার মূল্য পাঠাইতে বা ইহার নিয়মাদি সম্বন্ধে কোন বিষয় অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ৯ নং আণ্টনি বাগান লেন আমার নামে পত্র লিখিবেন।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য	কলিকাতা	২॥৵০	এই পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন ছাপাইবার নিয়ম		
ঐ	মফঃস্বল	২॥৵০	প্রতি লাইন	...	৵০
ঐ ষাণ্মাষিক	,,	১।/০	প্রতি অর্দ্ধ লাইন	...	/১০

৪। প্রবন্ধাদি বামাবোধিনী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্তের নামে প্রেরিত হইবে। বামাগণের রচনা বিশ্বাসজনক প্রমাণসহ প্রেরিত হওয়া আবশ্যক।

শ্রীআশুতোষ ঘোষ,
সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ,